সাধু-সমাগম।

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮০৯ শক।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচীপত্র।

সাধু-সমাগম।

মুষা-সমাগম।

১১ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৮০১ শক।

হে দয়াসিন্ধু, প্রাচীনকালের ঈশ্বর, বর্ত্তমান সময়ের ঈশ্বর, য়িহুদীর জিহোভা, হিন্দুর ব্রহ্ম, ত্রিকাল এক করিয়া তুমি এখানে বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছ। হে প্রাচীন ঈশ্বর, হে দয়াময় ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার ভক্তগণ তোমার নিকট আসিয়া তোমার সাধু সন্তান মুষাকে খুজিতেছে। তাঁহাকে তুমি প্রকাশ কর। এই যোগপর্ব্বতে, এই বিশ্বাসবিধির উপরে বসিয়া তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেন। শুনিয়াছি চল্লিশ দিন তিনি এই পর্ব্বতের উপর বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। তোমার আদেশ ঘোষণা করিয়া, পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া কোথায় তিনি চলিয়া গেলেন? বৃদ্ধ ব্রহ্মপরায়ণ য়িহুদী, কোথায় তুমি রহিলে? কোথায় তোমার আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল? ব্রহ্মভক্ত মুষা, তুমি যে হাত যোড় করিয়া ব্রহ্মস্তব করিতে, কোথায় রহিলে তুমি? যদিও তুমি তোমার পিতার সঙ্গে আছ, তুমি দেখা দিবে না, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে

তুমি কথা কহিবে না; কিন্তু তোমাকে আমি মান্য করি, সম্মান করি। আমার পিতার সন্তান তুমি, পিতার ভক্ত অনুগত দাস তুমি। পিতার ঘরে আছ তুমি। পিতার ঘরে তোমাকে দেখিয়া আমি দেশ কাল ভুলিয়া গেলাম। আজ এই হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে তোমাকে দেখিব। হে ঈশ্বর, সেই য়িহুদী সাধুকে লইয়া তুমি প্রকাশিত হও। তোমার বক্ষের মধ্যে বৈকুণ্ঠ, জননী, তোমার স্তনে ঝুলিতেছেন সকল সাধু, তোমাতে সংযুক্ত হইয়া সকলে রহিয়াছেন। এই তোমার প্রসারিত ক্রোড়, এই খানে তোমার তেজস্বী অনুগত সেবক মুষা বসিয়া আছেন। তাঁহার তেজে আজ আমাদিগকে তেজস্বী কর। আজ স্নান করিব তাঁহার বিশ্বাসরক্তে, পরিধান করিব তাঁহার বিবেকবস্ত্র, আজ আমি আর তিনি এক হইব। হরি, তোমাকে সাক্ষী করিয়া আমরা এক প্রাণ হই, আমরা প্রত্যেকে য়িহুদী হই, আমরা সেই পর্ব্বতের উপর বসি। শুনিয়াছি যখন পর্ব্বতের উপর আকাশে মেঘ হইল, বজ্রধ্বনি হইল, বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল, মেদিনী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন মুষা জিহো-ভার গম্ভীর বাণী শ্রবণ করিলেন। আজ আমরাও বিশ্বাস-পর্ব্বতের উপর আসিয়া বসিয়াছি, আমাদিগকেও জননি মুষার বিবেকের আলো এবং মুষার প্রভুভক্তি দেও, তুমি আমাদিগকে কি বলিবে বল, নিম্ন স্থানে অনেক জাতি বসিয়া আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে গিয়া তোমার কথা

বলিব। আমরা এখানে হাতযোড় করিয়া বসিলাম, এখন জলন্ত আগুন চারি দিকে ছড়াও। তেজোময় ব্রহ্ম, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, তোমার বুকের ভিতরে আমরা বসিয়া আছি। সূর্য্যের কোলে সূর্য্যের সন্তানগণ, চারি দিকের মেঘ আমাদিগকে কি করিবে? তোমার পবিত্র তেজ আমাদের মুখে পড়িতেছে, আরও তেজ পড়ুক, হে ব্রহ্মজ্যোতি, আরও এসে মুখের উপর পড়। পৃথিবী এখানে নাই, এই মুষার বাড়ী, পৃথিবী সকল নীচে পড়িয়া আছে। ঈশ্বর, তোমার বর্ত্তমান হিব্রুজাতির প্রতি তোমার কি আজ্ঞা, কি বিধি প্রচার কর। মুষা যেমন তোমার আজ্ঞা শুনিয়া ধর্ম্ম করিতেন, আমাদিগকেও তোমার কথা শুনিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য দেও। মুষা, তুমি হরির ভিতর দিয়া কথা কহ। সেই মুষা, সেই ঈশ্বর, আমরা কেহ নহি, আমরা সকলে একখানি মুষা। এই হিন্দুজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য, হে মুষার আরাধ্য স্তবনীয় ঈশ্বর, তোমার এই নববিধান। এই হিন্দুজাতিকে পাপ অন্ধকাররূপ মিসর দেশ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার আলোকের দেশে লইয়া যাইবে, এই তোমার সঙ্কল্প। পাপ নাস্তিকতা এই দেশের রাজা হইয়াছে; শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে এই দেশ হইতে বিপদসমুদ্র পার করাইয়া সেই দেশে লইয়া যাইবে যেখানে শোক নাই, যেখানে নিত্য শান্তি, যেখানে দুগ্ধ ও সুধার সমুদ্র। ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে মুষার রক্তে পরিপুষ্ট কর। আমা-

দের ভিতরে মুষা এখন কি করিতে চান? মুষা তোমাকে দেখিতেন, তোমার কথা শুনিতেন, এবং তোমার কথা শুনিয়া কর্ম্ম করিতেন। তিন যোগে তিনি যোগী ছিলেন, আমরাও তিন যোগে যোগী হইব। "আমি আছি" এই নামে তুমি মুষার নিকট পরিচিত হইয়াছিলে। আমরাও তোমাকে দেখিতে পারি, ধরিতে পারি। ওহে য়িহুদীদিগের রাজা, তুমি এখানে বস, তখন দুই এক জন তোমাকে দেখিত, এখন তুমি সকলের জন্য দর্শনবিধি প্রচার করিলে। আমাদিগের চারি দিকে বেড়াআগুন। কেবল কি দর্শন, হরি? খালি কি তুমি ঝক্ মক্ করিবে? তোমার সত্তা সপ্রমাণ হইল, এখন যে জন্য আসিয়াছ তাহা বল। মুষা আপনার বুদ্ধি এবং আপনার উপর নির্ভরকে একেবারে নষ্ট করিয়াছেন, তিনি সকল কর্ম্ম, হে ঈশ্বর, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া সম্পন্ন করেন। তোমার আদেশ ভিন্ন তিনি আহার করেন না। আমরা তোমার কথা শুনিয়া সমুদায় কার্য্য করিব। তুমি কি বলিতেছ? তুমি গভীর ধ্বনিতে বলিতেছ;—"আমি সেই এক পুরাতন পরাৎপর পরব্রহ্ম তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের নেতা হইয়া সিনাই পর্ব্বতের উপরে মুষাকে দর্শন দিয়াছিলাম, সেই আমি তোমাদিগের ক্রন্দন শুনিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছি। য়িহুদীদিগের জিহোভা আমি, হিন্দুদিগের রাজা হইব বলিয়া আবার আসিলাম।"

"অন্য দেবতার পূজা করিতে পারিবে না, মধ্যবর্ত্তী অবতার গ্রহণ করিবে না, আমি স্বয়ং সকল বিষয়ে পবিত্র উপদেশ দিব, এই বিধিতে মনুষ্য গুরু কিংবা নেতা নাই. মহাতেজ যিনি তিনি তোমাদের নেতা। আমি হরি হইয়া দেখা দিব, আমি তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিব, অন্য কাহাকেও আমি মধ্যে থাকিতে দিব না। আমিই তোমাদের ঈশ্বর, আমার কথা তোমাদের শাস্ত্র, আমার কথা তোমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।"

হে ঈশ্বর, তোমার কথা এই বিধানের শাস্ত্র হইবে, তোমার কথা জীবন্ত সত্য, তোমার মুখবিনিঃসৃত বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিব।

"স্ত্রীপুত্র সকলকে লইয়া তোমরা আমার নিকটে আসিবে। সকলের সম্পর্কে আমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এবং নূতন নূতন বিধি করিয়া দিব। বিবেক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রকে কেহ অগ্রাহ্য করিও না। বিবেকের কথা আমার কথা এবং বিজ্ঞান যাহা বলে তাহাও আমি বলি। অতএব বিবেক এবং বিজ্ঞান এই উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে। বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি সকল মীমাংসা করিয়া দিব।"

হে ঈশ্বর, তাহাই হউক, আমরা তোমার বিধি পালন করিব।

"সাবধান রে মনুষ্যগণ, কে তোরা সাহস করিয়া ব্রহ্মতেজের কাছে বসিস্, তোরা অপবিত্র হস্ না, অন্য দেব

দেবীর পূজা করিস্ না, বিবেকের ভিতরে আমি যাহা বলিব তাহাই করিস্, ওরে অল্পবিশ্বাসী সকল, তোরা কি মনে করিস্ যে তোরা কপট হইয়া আমাকে ফাঁকি দিবি? নির্ম্মল চরিত্র হওয়া তোদের প্রধান ধর্ম্ম। য়িহুদীরা যখন আমাকে ছাড়িয়া মিথ্যা দেব দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহারা কঠোর দণ্ড পাইয়াছিল।"

হে ঈশ্বর, আমি এবং আমরা কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার শরণাগত হইলাম। মুষার রাজভক্তি আমাদের শরীর মনকে অধিকার করুক! সর্ব্বাপেক্ষা বড় তোমার বিধি, তোমার রাজাজ্ঞা। তোমার নীতি পালন করিয়া আমরা পবিত্র হইব, সাধু হইব, দুষ্কর্ম্ম করিব না, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

"যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। সন্তান বলিদান করিতে প্রস্তুত হইয়াও যে আমার কথা শুনে সে শ্রেষ্ঠ। আমি যাহা বলি প্রাণপণ করিয়া যে তাহা পালন করে সে ধন্য। যে সকলকে ভালবাসে, সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকে সে ধন্য। বৃথা পূজার আড়ম্বর যে করে তাহার জন্য দণ্ড আছে। যে ব্রাহ্ম হইয়া লুকাইয়া পাপ করে তাহাকে আমি দণ্ড দিব, যে অন্যায়রূপে টাকা অর্জ্জন করে অথবা কাহারও প্রতি অন্যায়ব্যবহার করে তাহাকে আমি শাস্তি দিব। যে সকল পুরুষ কিংবা স্ত্রী আমার কথা না শুনিয়া অন্যের কথা শুনে তাহাদের জন্য নরকের অন্ধকার

এবং কঠোর দণ্ড রহিয়াছে। আমার বিধি পূর্ণ করিয়া পবিত্র চিত্ত হওয়া ইজরেল বংশীয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম।”

হরি, তুমি আমাদিগের সাহায্য হও, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের মনের বিকার ঘুচাও। কুপ্রবৃত্তিকে সতেজ হইতে দিও না। হরি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে তোমার আদেশ পালন করিতে করিতে যেন পবিত্র হই। তোমার শরণাগত লোকেরা যেন কাম ক্রোধ এবং লোভ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া কলঙ্কিত না হয়। হরি, তুমি যেমন শুদ্ধ তেজ, তোমার দলও যেখানে যাইবে সেখানে যেন পুণ্য পবিত্রতা ছড়াইতে ছড়াইতে যায়।

“প্রত্যেকের বাড়ী আমার নামে উৎসর্গ করিবে। প্রত্যেক বাড়ীর সকল লোকের উপর আমার স্বত্বাধিকার রহিল। আমি যাহা খাইতে দিব সকলে তাহা খাইবে। স্বামীর ইচ্ছাতে স্ত্রী চলিবে না, সকলেই আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিবে। এই সমস্ত জাতি আমার জাতি হইল, এই সমস্ত সংসার আমার সংসার হইল। কেহ কাহাকেও খুসী করিতে চেষ্টা করিবে না। আমি আমার পরিবারকে গ্রহণ করিলাম। এই বংশে যেন আমার নাম রক্ষা পায়।”

হরি, তাহাই হউক, তোমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ নামের নিশান এই ভক্তকুলের ভিতরে দুলিতে থাকুক!

“আমার যত ভক্ত আছে ভক্তির সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া এই কুল পবিত্র হইবে। স্ত্রীরা স্ত্রীলোক

ভক্তদিগকে, পুরুষেরা পুরুষ ভক্তদিগকে বিশেষরূপে আদর করিবে, এবং পুরুষেরা ভক্ত স্ত্রীলোকদিগকে, এবং স্ত্রীরা ভক্ত পুরুষদিগকে ভক্তি করিবে। আমার মুষা, ঈশা, চৈতন্য তোমাদের হইবে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার কোন ভক্তকে নিগ্রহ বা অপমান করিবে সে সমুচিত দণ্ড পাইবে। আমার ভক্ত পরিবার লইয়া তোমরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। বিশ্বাসপর্ব্বতের উপর হইতে ঐ দেখ আমার স্বর্গরাজ্য। ঐ স্বর্গরাজ্যে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। তোমাদের দেশ কুল স্ত্রী পুত্র সকলকে আমি ভালবাসি। আমি দেখিয়াছি তোমরা প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত আমার মুখ পানে চাহিয়া পড়িয়া আছ। এই পড়িয়া আছ বলিয়া তোমরা আমার বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইলে। আমার আশীর্ব্বাদে যাহারা পড়িয়া আছে তাহারা চিহ্নিত হইল। তোমরা আর অলস হইয়া বসিয়া থাকিও না, বৈকুণ্ঠধাম সম্মুখে, অল্প বাকি আছে, চলিয়া চল। জ্ঞান দর্শন, প্রেম পুণ্য শোভিত ঐ স্বর্গরাজ্য। ওখানে যত আমার ভক্ত নৃত্য করিতেছেন। তোমরাও গিয়া সেখানে নৃত্য করিতে পারিবে। আমাকে ভয় কর, আমার নিয়ম পালন কর, শুদ্ধচরিত্র হও, জিতেন্দ্রিয় হও, বিবেকপরায়ণ হও, নাস্তিকতা চূর্ণ কর। যাহারা বলে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, হুঙ্কার করিয়া তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিবে। "থাক্‌ব না আ।

এ পাপ রাজ্যে'' হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিয়া এখানকার সমুদয় সুখের আশা ছাড়িয়া ওখানে চল, আমি চির শান্তি দিব। আমিও তোমাদের সঙ্গে আনন্দে নাচিব। তোরা আয়রে আয় মার কাছে আয়। সেই এক পুরাণ ঈশ্বর আমি রূপান্তর ভাবান্তর হইয়া কখন জিহোভা, কখন ব্রহ্ম, কখন হরি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছি। আমি সেই তোমাদের প্রাণের হরি, তোমাদের দুঃখের আগুন নিবাইতে তোমাদিগকে আমি বুকে লইলাম। তোরা যখন অন্নাভাবে কাতর হইলি আমি পয়সা দিলাম। তোদের অবিশ্বাসী মনকে আমি বিশ্বাসী করিলাম। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোদের হরি। আমার প্রেম সহস্র বার পরীক্ষিত হইয়াছে। তোদের কাছে আমার প্রেমের অনেক প্রমাণ দিলাম। দেখ্‌রে বঙ্গবাসী, দেখ্‌রে হিন্দুকুল, স্বর্গের জ্যোতি কত দেখাইলাম, স্বর্গের কথা কত শুনাইলাম। ওরে, তোরা অবিশ্বাস একেবারে চূর্ণ কর। তোদের জন্য দেখ্ আমি কি করিতেছি ওরে, তোরা এখনও কি বি[illegible]র ভূমি পাইলিনে? তোদের হরিকে মান্য কর, [illegible]তেই তোরা টল্‌বি না। যদি শত্রুদল পশ্চাতে আসে তোদের অকল্যাণ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর কাহারও সাধ্য নাই আমার লোকের অকল্যাণ করে। যত লোকে উৎপীড়ন করিতে চায় করুক, কিছুতেই আমার সন্তান, আমার সৈন্যদলের অমঙ্গল করিতে পারিবে না। আমি তোমা-

দের সঙ্গে আছি। আমার তেজ দেখিলে মেদিনী টলমল করে, আমি যাইতেছি আমার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া, তেজস্বী-দল আসিতেছে, দেখিয়া সাগর শুকাইয়া যাইবে, ভারত উদ্ধার হইবে।"

জগদীশ, তোমার মুখের তেজস্বিনী বাণী আমরা মানি-লাম, আমরা সকলে মিলিয়া বলি, নাথ, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জননি, মুষা কোথায়? আমরা যে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি তিনি এখন আছেন কোথায়? আঙ্গুল দিয়া বুকের ভিতর দেখাচ্ছ যে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তোমার বুকের ভিতরে যাইব অন্ধকার যে। "বিশ্বাসের প্রদীপ নিয়ে যা।" তেল নাই সল্‌তা নাই, আগুন নাই, "দিচ্ছি। বরাবর সোজা চলে যা। একজন স্তব করছে দেখ্‌ছিস্। মুখের উপর জ্যোতি পড়েছে। একজন ভৃত্য দেখ্‌ছিস্? একজন ছেলেমানুষের মত বুড় দেখ্‌ছিস্? একটি প্রকাণ্ড আলো মুখ সুন্দর করেছে দেখ্‌ছিস্? লোকটি বল্‌ছে যাহা তুমি বল, যাহা তুমি বল, অটল প্রভুভক্তিতে স্থির হয়ে বসে আছে, অধীর অসহিষ্ণু হয় না। ভারি যোগী হয়ে বসে আছে। ব্রহ্ম-গত প্রাণ, অন্য কোন ভাবনা নাই, কেবল ঈশ্বরের কাজে জীবন উৎসর্গ করে বসে আছে। জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার ফেলে দিয়েছে। ভৃত্যের মত চেহারা, ভৃত্যভাব, নম্রপ্রকৃতি,

কেবল বলে তব ইচ্ছা তব ইচ্ছা।" মা, মুষা আমাদের প্রাণ কেড়ে নিলেন। এমন হরিদাস আর কোথায় পাব? একটা জাতি উদ্ধার করিবার জন্য তিনি প্রাণ দিলেন। দুঃখী বিনীত মুষা রাজা হইতে চেষ্টা করিলেন না, মধ্যবর্ত্তী অবতার হইলেন না। হায়রে হায়, প্রাণের মুষা সহস্র যন্ত্রণার ভিতরে তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিলে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা কহিবার অনুমতি পাইলাম না, কিন্তু আমার বাপের মধ্য দিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহি। ভাইগো, ভাই মুষা, আমরাও তোমার মত একটা জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকের দেশে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমাদের বিপদের সময় তোমার বিপদ মনে পড়ে। মুষা, তুমি আশী বৎসর শান্তভাবে ধৈর্য্য ধারণ করে পড়েছিলে, শেষে তোমার জয় হইল। তোমার আর আমাদের সময়ে অনেক সাদৃশ্য। তোমার এবং ইজ্‌রেল বংশের পিতা ও আমাদের পিতা একই। মার অনুগ্রহে তোমাকে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই বলে গ্রহণ করছি, আমাদের স্ত্রীরা, সন্তানেরাও তোমাকে নেবে। সতেজ, ব্রহ্মপরায়ণ ভৃত্য তুমি, তুমি আমাদের প্রাণের ভিতরে এস। হে ঈশ্বর, দিব্য ছেলেটি দেখালে, একটি চাকর, যে বলে প্রভু বিনা আর কাহাকেও জানি না। ঐ হরিভক্তের রূপ সকলের মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হউক! হরি, মুষাকে তুমি যোগ ও কর্ম্মের বেশ দৃষ্টান্ত

তৈয়ার করেছিলে, নির্জনে বসে প্রভুভক্তি, আত্মগত্তা, বিশ্বাস, উৎসাহ প্রভৃতি কত রঙ্গ দিয়া ঐ রিহুদীকে তুমি গড়েছিলে। খাসা ছেলে!! এত বড় তেজস্বী রিহুদী যাঁহার প্রভাবে এত বড় জাতি বেঁচে গেল ইহাঁর মহিমা কি আমরা বুঝিতে পারি। হরি, ধন্য তুমি, যে তোমার এমন ছেলেকে তুমি বঙ্গবন্ধু করে দিলে। বেশ করেছ জননি, আজকে দাদা এসেছেন বাড়ীতে, উহাঁকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি, তুমি যে তাঁহাকে পাহাড়ের উপর পাথরে খোদিয়া নিয়মগুলি দিয়াছিলে তাঁহাকে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি। উহাঁর বাড়ীতে এসেছি যখন শুদ্ধ হাতে ফিরে যাব না। হে বিশ্বজননি, তোমার বিধানের হাতে পেন্সিল দিয়ে সমুদয় বিধি লিখে দাও, তোমার আজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া তোমার এই নূতন দল সাজা-ইয়া দাও। আমরা নীতিপরায়ণ হইয়া তোমার নূতন দেশে গিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

সক্রেটিস্-সমাগম।

২৫ ফাল্গুন, ১৮০১ শক।

ইহা কলিকাতা নহে ইহা এথেন্স নগর, ইহা ভারত নহে ইহা গ্রীস্ রাজ্য। বাইশ শত বৎসর হইল মহাত্মা সক্রেটিস্ গ্রীস দেশের এথেন্স নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। আমরা আজ সেই বাইশ শত বৎসর অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মার পবিত্র তেজের মধ্যে বসিয়া আছি। সেই চিদাত্মা নিরাকার স্বর্গবাসী মহাপুরুষের নিকট আমরা বসিয়া আছি। আমরা আজ সক্রেটিসের আত্মার পবিত্র বায়ু সেবন করিতেছি, তাঁহার আত্মার নিঃশ্বাস অনুভব করিতেছি। তিনি এই স্থানে আছেন, স্থিরচিত্ত হইয়া ইহা আমরা ভাবি। তাঁহার আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাঁহার অসাধারণ বিনয়, তাঁহার সত্যসাধনের ফল সমস্ত মনুষ্য জাতির রক্তে মিশ্রিত। জননীর ক্রোড়ে শিশু যেমন, সাধু আজ সক্রেটিস্কে ক্রোড়ে লইয়া স্বর্গের জননী আমাদের মা এখানে বসিয়া আছেন। মা তাঁহার সুপুত্রকে কেমন সাধুবেশে সাজাইয়াছেন। আমাদিগের চারিদিকে পুস্তকাদি বিদ্যার আয়োজন রহিয়াছে, ইহার মধ্যে তেজোময়ী বিদ্যা উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে। এই গম্ভীর জ্ঞানের ঘরে

আমরা সেই মহাত্মার আত্মতত্ত্ব সাধন করি। দীনবন্ধু, জগতের কর্ত্তা, যিনি যুগ যুগান্তর একত্র করেন তিনি আমাদের আত্মায় আত্মায় মিলন করিয়া দিন! তাঁহার আশীর্ব্বাদে সক্রেটিসের চরিত্র আমাদিগের চরিত্রে আবির্ভূত হউক! তিনি আমাদিগকে অদ্যকার ব্রত পালনে প্রবৃত্ত করুন!

হে স্নেহময়ী জননি, তুমি প্রাচীন গ্রীস্‌দেশ এবং ভারতবর্ষকে একত্র করিয়া হস্তে রাখিয়াছ। তোমার ক্রোড়ে সকল দেশের সাধুরা আছেন। তন্মধ্যে জগন্মান্য সুপ্রসিদ্ধ এক জন, যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে ঝক্ ঝক্ করিতেছেন আজ আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। ঐ যে তোমার বক্ষে প্রকাণ্ড আত্মতত্ত্বসূর্য্য জ্বলিতেছে উনি কে? উঁহার নাম ধাম বলিয়া দাও। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত দল বাহ্যিক সভ্যতা, এবং বিলাসের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় মহামতি সাধু সক্রেটিস্ ধমক দিয়া বলিলেন, ওরে যুবা দল, সংসারের উজন স্রোতে নৌকা ফিরাইয়া লইয়া আয়। গম্ভীর প্রাচীন মহর্ষির বাক্য আরোহীদিগকে স্তব্ধ করিল। তাহারা বিলাসের স্রোতে, শরীরপূজা ইন্দ্রিয়সেবার দিকে, জড়ের আরাধনাতে চলিতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ সক্রেটিসের মহাধ্বনি তাহাদিগের কর্ণগোচর হইল। এই ধ্বনি শুনিয়া তাহারা নৌকা ফিরাইয়া দিল, এবং যখন পাইল তুলিয়া দিল, মহাবেগের সহিত যুবকদলের নৌকা চলিল। কোন্ দিকে? যে দিকে নূতন বিধানের নিশান উড়িতেছে।

জগজ্জননি, তুমি গ্রীসের জননী, তুমি তোমার সুপুত্র সক্রেটিস্‌কে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ। ঐ যে তোমার সাধু পুত্র কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন "আমি মূর্খ, আমি কিছুই জানি না, ওরে অবোধ মন, আপনাকে আপনি জান।" তিনি আপনার সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন। তিনি বাহ্যিক বিদ্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বাহিরের পুস্তক বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। বাহিরে চারিদিকে অসার বস্তু দেখিয়া তিনি আপনার হৃদয়ের কপাট খুলিলেন। সেই কপাট খুলিয়া তিনি এক বস্তু দেখিলেন যাহার নাম আত্মা। সেই বস্তু বলিল "আমি সক্রেটিসের আত্মা, আমাকে তুমি জান, আমার অযোগ্যতা অসারতা প্রভৃতি তুমি পাঠ কর, আমি আজ হইতে তোমার গ্রন্থ এবং শাস্ত্র হইলাম, সর্ব্বাগ্রে আমাকে তোমার জানা কর্ত্তব্য।" এই কথা সক্রেটিস্‌ শুনিলেন। "আপনাকে জান, আপনাকে জান" এই কথা তিনি পৃথিবীকে বলিলেন। সক্রেটিস এই আত্মতত্ত্বের অবতার। সক্রেটিসের আত্মার ভিতরে প্রত্যাদেশের আকারে, দৈববাণীর আকারে ঈশ্বর বিশেষরূপে কথা কহিতেন। ঈশ্বর বলিলেন "হে সক্রেটিস্‌, আমি যখন তোমার রক্ত মাংস সংযোগ করিয়া তোমাকে গঠন করিলাম, তাহার মধ্যে ব্রহ্মবাণী প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম, যাই আমার বাণীরূপ তেজ তোমার রক্ত মাংসের মধ্যে

প্রবেশ করিল তখনই তুমি জন্মিলে। তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ বড় হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণীও প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তুমি বাল্যকাল হইতে জানিতে পারিয়াছিলে, তুমি এক জন পুরুষ, আবার তোমার ভিতরে আর এক জন কে জাগ্রৎ ভাবে কথা কহিতেছে।" জগদীশ্বর, সক্রেটিস্‌হৃদয়নিবাসী ঈশ্বর, তুমিই আমাদের ঈশ্বর, তুমিই সক্রেটিসের বুকের ভিতর বসিয়া এত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উপদেষ্টা, নেতা ও সহায় হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে। পিতা, তোমার কথা শুনিয়া সক্রেটিস্ পৃথিবীকে কেমন চমৎকার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান এবং নীতিশিক্ষা দিলেন! তাঁহার দ্বারা নূতন মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র গঠিত হইল। আগে ছিল অসার পরতত্ত্ব, তাঁহার সময় আত্মতত্ত্বসূর্য্য উদিত হইল। প্রথমে গ্রীস্ সেই সূর্য্য দেখিল, পরে অন্যান্য দেশে সেই সূর্য্য প্রকাশিত হইল। সর্ব্বাগ্রে সক্রেটিসের হৃদয় মধ্যে সেই আত্মতত্ত্বসূর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রথমে তাঁহারই মনে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্ত-শুদ্ধি, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। হে হরি, তোমার প্রেমসরোবরের ধারে সক্রেটিসের হৃদয়ের ভিতরে তুমি আত্মজ্ঞান বীজ পুতিয়াছিলে। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সক্রেটিসের মনোবিজ্ঞান প্রস্তুত হইল। তিনি এথেন্স নগরের যুবাদিগকে সেই মনোবিজ্ঞান, সেই আত্মতত্ত্ব শিখাইয়া ভিতরের দিকে কর্ণপাত করিতে শিখাইলেন।

"বিলাস, ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর, আপনাকে আপনি জান" যখন সক্রেটিস্ এইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন তখন তাঁহার শত্রুদল ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল "কে বিলাসের উপর খড়্গ হস্ত হইয়াছে? কে উৎসাহী যুবকদলের মাথা ঘুরাইতেছে?" এই বলিয়া শত্রুরা তাঁহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইল। পিতা, আশ্চর্য্য তব লীলা! সাধুরক্ত ভিন্ন নাস্তিক পৃথিবী সদ্গতি লাভ করিতে পারে না, এই জন্য তুমি পৃথিবীতে এমন সকল সাধু প্রেরণ কর, যাঁহারা প্রাণের রক্ত দিয়া অসত্যের প্রতিবাদ করেন এবং সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সক্রেটিসের আক্রমণকারী শত্রুদল তাঁহাকে বলিল "ওরে পাষণ্ড, তোকে আর এই পৃথিবীতে থাকিয়া যুবার চিত্ত হরণ করিতে হইবে না, তোর প্রাণ দণ্ড হইল, তুই বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ কর।" সক্রেটিস্ অকাতরে এবং অকুণ্ঠিত ভাবে সত্যের গৌরব রক্ষার জন্য শত্রুদলপ্রদত্ত বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি শত্রুদিগকে বলিলেন না—"আমি কোন কুকর্ম্ম করি নাই, অকারণে কেন আমাকে প্রাণহত্যারূপ নিদারুণ দণ্ড দিলে?" মা, তোমার সন্তান কেন কাঁদিতে কাঁদিতে শত্রুদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না? কেন তিনি বলিলেন না আর আমি কাহার চিত্ত আত্মতত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করিব না? তিনি কিছুই বলিলেন না, তাঁহার কপালে বিষণ্ণতার চিহ্ন মাত্র দেখা

গেল না। তিনি কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। ভয় পাইবেন কেন? সেই বীর তোমার বাণী শুনিয়া অসার শারীরিক জীবনকে তুচ্ছ করিলেন। আহা! তাঁহার একটু প্রাণ কুণ্ঠিত হইল না, তিনি কাহাকেও একটি কঠিন কথা বলিলেন না, তিনি বলিলেন না—"তোদের উপকারী বন্ধুকে তোরা বধ করিলি?" এত যে শত্রু-দের নির্যাতন, তিনি শান্তভাবে তাহা সহ্য করিলেন। ওরে দুরন্ত পৃথিবি, তুই বিলাসে এত মত্ত হলি যে এমন সাধুকে বিষ খাওয়াইলি, এমন হীরকখণ্ডকে নষ্ট করিলি? আহা! প্রশান্ত আত্মা সক্রেটিস্ মৃত্যুর সময়েও হাসিলেন, এখনও হাসিতেছেন। তিনি যে পৃথিবীর কল্যাণ করিতে আসিয়াছিলেন। এক বার বলিলেন না "দোষ করি নাই, কেন বিষ খাইব?" ঐরূপ ভয়ানক বিষের বাটী চোঁ চোঁ করিয়া পান করিলেন। তুমি দেখিলে সোণার এথেন্স ছারখার হয় এই জন্য তুমি সক্রে-টিস্কে প্রেরণ করিলে। জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অধিক শিক্ষা দেয়, এই জন্য শত্রুদিগের হস্তে সক্রেটিসের মৃত্যু হইল। সক্রেটিস্ বিনীত দুঃখী ছিলেন, তিনি বেদ বেদান্ত কিংবা অন্য কোন শাস্ত্র হইতে আলোক পাইলেন না, এই জন্য মনের দুঃখে বৈরাগী হইয়া বনে গেলেন। সেই বন তাঁহার মন। হে ঈশ্বর, তুমিই সক্রেটিস্কে বলিলে—"ওহে সন্তান সক্রেটিস্, তুমি আত্মতত্ত্বের অবতার এবং সাধু নীতিপরায়ণ

হইয়া এথেন্স নগরের যুবকদিগের কাছে গিয়া দাঁড়াও।" আত্মতত্ত্ব শিখিলে মানুষ পরলোকের জন্য কত দূর প্রস্তুত হয়, সক্রেটিস্ শান্তভাবে মরিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সক্রেটিস্‌কে তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে গোর দিব কিরূপে? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "সক্রেটিস্‌কে গোর দিও ভাই যদি তাহাকে ধরিতে পার।" সক্রেটিস্ নিশ্চয়রূপে জানিতেন তাঁহার আত্মা প্রেমধামে আনন্দধামে চলিয়া যাইবে। যেমন এথেন্স নীচ ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত ছিল, সেইরূপ কলিকাতাও এখন ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, এবং বিদ্যামদে ও যৌবনের আমোদে মত্ত। এখন যদি সক্রেটিস্ আসিয়া ধমক দেন তবেই আমরা বাঁচিব। হরি, সক্রেটিসের চরিত্র আমাদিগের চরিত্রে সঞ্চারিত করিয়া এই দেশের কল্যাণ কর। এই দেশের কেহ আপনাকে আপনি ভাবে না, কেহ আত্মচিন্তা করে না, কেহ ছাদের উপর কিংবা বাগানে গিয়া নির্জ্জন চিন্তা করে না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা গভীর আত্মচিন্তায় মগ্ন হইতেন; কিন্তু এখন এই দেশে কেবল স্বেচ্ছাচার এবং ইন্দ্রিয়সুখ। হে পবিত্র ঈশ্বর, এই স্বেচ্ছাচারস্রোত বন্ধ করিয়া দাও। আমাদিগকে ঐ বৈরাগী, আত্মতত্ত্ব ভক্ত মহাত্মার অনুগামী কর। আমরা আত্মার বাণী শুনিতে শুনিতে দেবতত্ত্ব শিখিব। আত্মতত্ত্ব যাঁর, সর্ব্বতত্ত্ব তাঁর, স্বর্গতত্ত্ব তাঁর, দেবতত্ত্ব তাঁর। সমুদয় জ্ঞানবৃক্ষের সার

সক্রেটিসের বক্ষে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। এস এস সক্রেটিস্, এস এস সারতত্ত্ব "আপনাকে আপনি জান" "Know Thyself" এই তোমার নাম। হরি মুষাকে বলিয়াছিলেন "আমি আছি" এই আমার নাম। তেমনি সক্রেটিস্, তুমি বলিতেছ "আপনাকে জান" "Know Thyself" এই তোমার নাম। আমরা বাহ্যিক সভ্যতা, বিলাস, বদ্মায়েসি ও নানাপ্রকার পাপ জানিয়াছি, তোমাকে জানি নাই। সক্রেটিস্ নাম মিথ্যা, তোমার নাম "আত্মতত্ত্ব" "শ্রীযুক্ত আপনাকে জান," এস তোমাকে প্রাণের ভিতর আলিঙ্গন করি। এই মূর্খ আত্মতত্ত্ববিহীনদের বাড়ীতে যদি এলে, চিরকাল এখানে থেক, সকল অবস্থাতে যেন আমাদের আত্মতত্ত্ব প্রবল থাকে। বিশ্বজননি, সক্রেটিসের মা, তোমাকে আমাদের ভিতরে পেয়ে, তোমার ভিতরে সকল সাধুকে পাইলাম। ওরে মন, ঘর ছেড়ে বহিরে যাস্ নে, "আপনাতে আপনি থেক, যেও না মন কারও ঘরে", সমস্ত এক আত্মতত্ত্বের ভিতরে পাইব। বর্ত্তমান বিশেষ বিধান আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রকাশ করিল। এক জায়গায় বসে সমস্ত দেখিতেছি। বর্ত্তমান বিধানের নাম সত্যসাগর। রূপের সাগরে ডুবিলাম। দেখাও মা, আরও স্বর্গের শোভা দেখাও। তোমার সাধু সকলকে রত্ন মালা করিয়া গলায় রাখিব। আহা! সত্যের জন্য সক্রেটিস্ অনায়াসে প্রাণটা দিলেন!! এস এস সাধু ভ্রাতা, আমাদের বাড়ী এস, বঙ্গ-

দেশ তোমার দেশ, কলিকাতা তোমার এথেন্স নগর, এবার কেহ তোমাকে বিষ খাওয়াবে না। সক্রেটিসের মা, সক্রেটিসের পিতা, এস তুমি সক্রেটিস্‌কে কোলে করিয়া এস। আশীর্ব্বাদ কর, সক্রেটিসের মত আমরাও যেন সুমতি, জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মজ্ঞ হই। আত্মতত্ত্ব সুধা পান করিয়া আমরা যেন শুদ্ধ এবং সুখী হই, হে জগজ্জননি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শাক্য-সমাগম।

রবিবার ২ রা চৈত্র, ১৮০১ শক।

হে প্রাচীন পরমাত্মন্, যুগের উপরে আরোহণ করিয়া তুমি অপর যুগে চলিয়া যাইতেছ। তোমার এক চরণ এক যুগের উপর আর এক চরণ অপর যুগের উপর। তোমার এক হস্ত বুদ্ধের মস্তকের উপর, আর এক হস্ত এই আড়াই হাজার বৎসর পর আমাদিগের মস্তকের উপর। তোমার পদতলস্থ শাক্যকে এই ভবভয়ে ভীত, পাপভয়ে ভীত নর-নারীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে বল। পিতা, শাক্যমুনি কোথায়? ঐ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি তোমার ক্রোড়ে। ব্রহ্ম ক্রোড় আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই ক্রোড়ে আমাদিগের প্রিয় ভক্তিভাজন বৈরাগ্যের অবতার শাক্য

বসিয়া আছেন। শাক্যদেবের চিদাত্মাকে আজ আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করি। তাঁহার স্বভাব চরিত্রকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি। তাঁহার গভীর আত্মার প্রাদুর্ভাবে আমরা গুরুতর হইলাম। আমাদিগের প্রাণের মধ্যে শাক্যপ্রাণ, আমাদের রক্তের মধ্যে শাক্যরক্ত, আমাদের ভাবের মধ্যে শাক্যভাব। আমরা শাক্যগত হইলাম, শাক্য বাঙ্গালী হইলেন। সকলের বক্ষে শাক্যমুনির আত্মা। আড়াই হাজার বৎসর উড়িতে উড়িতে শাক্য পাখী আসিয়া আমাদিগের হৃদয়বৃক্ষের উপরে বসিলেন। সংসারজয়ী মহাপুরুষ শাক্য আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন! হে ঈশ্বর, ফেরোর যন্ত্রণায় যেমন তোমার মুষা মিসর ছাড়িয়া সশিষ্য নুতন দেশে চলিয়া গেলেন, সেইরূপ হিন্দুদিগের উৎপীড়নে মহামুনি শাক্যদেব সশিষ্য দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। যদিও বুদ্ধ হিন্দু ছিলেন কিন্তু হিন্দুস্থান তাঁহার হইল না। হিন্দুগণ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে হিন্দুস্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। পৌত্তলিক হিন্দুস্থান তাঁহাকে মানিল না; কিন্তু তাঁহার উচ্চ দৃষ্টান্তে উন্নত হইয়া তাঁহার শিষ্যগণ ভয়ানক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। বিদেশে তাঁহার নামে কত শত মন্দির স্থাপিত হইল। প্রভু, তোমার অপার লীলা কে বুঝিবে? বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে, বুদ্ধের বিরুদ্ধে কোটি কোটি লোক দণ্ডায়মান্ হইল। কিন্তু বীরপুরুষ বুদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন "আমি

বেদ ব্রাহ্মণ মানি না, জাতি ভেদ মানি না।" বুদ্ধের আন্দোলনে হিন্দুস্থান টলমল্ করিতে লাগিল। গৌতমের ধর্ম্ম ভেদাভেদ বিনাশ করিয়া সমস্ত একাকার নিরাকার করিল। সে কি গৌতমের প্রতাপ? না! তাহা ব্রহ্মের মহিমা। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ রহিল না। এক নূতন জাতি, বৌদ্ধ জাতি, চিন্তার জাতি, সমাধির জাতি, নূতন ইজরেল্ প্রস্তুত হইল। শাক্যের জয় হইল। নূতন সমাজ তিনি স্থাপন করিলেন। হে ঈশ্বর, তুমি যখনই নূতন বিধান স্থাপন কর, তখনই তোমার মনোনীতদিগকে পুরাতন হইতে বাহির কর। শাক্যদেবের নূতন বিধান নূতন সেনাপতি লইয়া প্রবল বেগে চলিয়া গেল। তিনি চিন্তা এবং ধ্যানের বলে অভিমান উড়াইয়া দিলেন। অথচ তিনি বলিলেন, মনুষ্যের কাছে মাথা হেঁট করিব না, ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত, বেদের অতীত পরাবিদ্যা শিখিব। বুদ্ধ নিজের বুদ্ধি প্রভাবে নিমীলিত নয়নে যে রাজ্য দেখা যায় সেই রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৌদ্ধ জাতি, জ্ঞানীর জাতি, বৈরাগীর জাতি গঠন করিলেন। এক দিকে তিনি বেদ বেদান্ত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত অস্বীকার করিলেন, অন্য এক দিকে দীননাথ, তুমি তাঁহাকে দুঃখের এমন আকার দেখাইলে যে, তিনি জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া পৃথিবীকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মনুষ্যের রোগ, জরা, মৃত্যু দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আর জীবের দুঃখ

সহ্য করিতে পারি না। যাহাতে এ সকল দুঃখ নিবারণ হয় তজ্জন্য আমি প্রাণ দিব, আমি মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিব, আমি দুঃখ কষ্ট রোগ ও মৃত্যু নিবারণের মন্ত্র অন্তরে সাধন করিব।” এক দিকে পুরোহিত এবং পুরাতন শাস্ত্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া মনুষ্যের একজাতিত্ব প্রমাণ করিয়া উদারতা শিক্ষা দিলেন, অন্য দিকে কিসে জীবের দুঃখ যায়, এই চিন্তা করিয়া এক নূতন বুদ্ধির পথ, নূতন জ্ঞান, নূতন চৈতন্যের পথ প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বাণ, সমাধিযোগে ডুবিতে ডুবিতে তিনি দেখিলেন এক স্থানে এমন অবস্থা আছে যেখানে দুঃখ নাই। সেই অবস্থা নির্ব্বাণের অবস্থা, সেই পথ নিবৃত্তির পথ। তিনি দেখিলেন জীবের মনে বাসনার আগুন, ইচ্ছার আগুন, প্রবৃত্তির আগুন, ইত্যাদি নানাপ্রকার আগুন জ্বলিতেছে, শান্তি জল ঢালিয়া এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেই জীবের দুঃখ দূর হয়! এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া নিশ্চিন্ত বৈরাগী না হইলে জীবের দুঃখ দূর হয় না। যখন বুদ্ধ সাধন দ্বারা এই সত্য লাভ করিলেন তখন তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন—“ধন্য আমার মন, ধন্য আমার মন! নির্ব্বাণ সুখ সম্ভোগ কর।” যাহাতে জগৎ তরিবে, মানুষের গতি হইবে, যিনি সেই নির্ব্বাণ পথ আবিষ্কার করিলেন আমরা আজ তাঁহার কাছে ভিখারী হইয়া, দাস হইয়া আসিয়াছি। হে ঈশ্বর, ঐ তিনি তোমার বক্ষের মধ্যে চক্ষু নিমীলন করিয়া দুই সহস্রাধিক

বৎসর সমাধিযোগে মগ্ন রহিয়াছেন, ক্রমশঃ তাঁহার সমাধি গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। তিনি ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার এবং সকল প্রকার জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। তোমার ঐ পুত্রের হাতে সকল জ্বালার ঔষধ আছে। সহস্র যন্ত্রণায় কাতর হইয়া উহাঁর নিকটে আসিলে উনি ফুঁ দিয়া, জল ঢালিয়া সকল অগ্নি, সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করেন। যদিও তিনি মুখে বলিলেন না; কিন্তু তাঁহার জীবন বলিতেছে—"আয় আয় দুঃখদগ্ধ জীব, আয় আয় শোকভারে ভগ্ন জীব, আমার কাছে আয়, যাহাতে তোদের দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে, আমি সেই মহৌষধ পাইয়াছি, তোদের সেই মহৌষধ দিব, আর তোদের সকল জ্বালা নিবৃত্ত হবে, আমি নির্ব্বাণ জলে সকলকে শীতল করিব।" এই নির্ব্বাণ কথাটী আড়াই হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে। বুদ্ধ বলিলেন—"আমি জীবের দুঃখ জুড়াইয়া দিব।" তিনি বলিলেন না—"আমি ধর্ম্ম দিব, পুণ্য দিব।" কিন্তু তিনি বলিলেন "তোরা কাঁদিতেছিস্, তোদের অশ্রু মুছাইয়া দিব।" মহামতি শাক্যমুনি দুঃখনিবৃত্তির অবতার। বিষয়-বাসনা এবং সুখ-বিলাস সমুদয় দুঃখের হেতু, এই জন্য তিনি সুখবিলাসের স্থান ছাড়িয়া গাছতলায় গিয়া বসিলেন।

শাক্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে?

বল হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে? তোমার যে এত বড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে!! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল? বিশ্ব-জননী যখন তোমাকে সৃজন করিলেন তখন তোমার প্রাণের ভিতরে এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে। পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার জন্য তুমি কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ সঙ্গে লইয়া আঁসিয়াছিলে? তুমি জননীর নিকট কি গূঢ় মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছিলে? তোমার কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিল না, তুমি সমস্ত প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিয়াছিলে, তুমি কিছুই কামনা করিতে না। তোমার শিষ্য দরিদ্র বৈরাগীগুলি ভিক্ষা চাহিতেও পারে না। হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবন বৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে নির্ব্বিকার হরি কি অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জন সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তুমি কিরূপে সকল দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিলে? তোমার পথাবলম্বীরা বৈরাগী। তাহারা কল্য কি আহার করিবে জানে না, ভিক্ষাও করিতে পারে না। এমন দুঃখ দরিদ্রতার ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিলে, অথচ বড় বড় রাজা সকল তোমার শিষ্য প্রশিষ্যের পদানত হইল। বৈরাগ্যের নিকট রাজার মস্তক অবনত, বৈরাগীর কাছে সম্রাট বশীভূত। শাক্যমুনি, পৃথিবীর নৃপতিরা

তোমাকে রক্ষা করিল না; কিন্তু তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদিগকে বাঁচাইলেন হরি। তুমি বৈরাগ্যধামে মহা-ধনী ছিলে। বৈরাগ্যধন, নির্ব্বাণরত্ন পাইবার জন্য, তুমি রাজত্ব স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব ছাড়িলে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সত্যের জন্য সকলই ছাড়েন! পৃথিবীর অসারতা বুঝিয়া সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলে; স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাড়িতে পার। এই জন্য স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকের উপর পুষ্প বৃষ্টি হইল, মর্ত্ত্যরাজ্যে কাঁসর ঘন্টা বাজিল, তোমার স্বর্গের পিতা তোমাকে গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন করিলেন। তোমার উচ্চ বৈরাগ্য এবং গভীর ধ্যানের কথা শুনিয়া পৃথিবীর বড় বড় রাজারা বলিল "আমরা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" কোথায় তিব্বত, কোথায় চিন দেশ, কোথায় ব্রহ্মরাজ্য, এ সকল স্থান তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হে গৌতম, তুমি এখনও চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া আছ। তুমি পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্ব্বাণের পথ, জীবে দয়া দেখাইয়াছ। তুমি জীবে দয়ার অবতার। তুমিই বলিলে— "একটি পোকাও মারিও না, জীব হিংসা করিও না।" তোমারই জীবনে সকল দুঃখনিবৃত্তির উপায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না। পাপী কষ্ট পাইলে তোমার কষ্ট হইত। দুঃখের অবস্থা তোমার সহ্য হইত না, তুমি সর্ব্বত্র দুঃখ নির্ব্বাণ

করিতে চেষ্টা করিতে। তোমার আত্মা বলেন "কাহাকেও দুঃখ দিও না, কাহারও দুঃখে উদাসীন থাকিও না।" সে নিষ্ঠুর হৃদয় যে এই নির্ব্বাণমন্ত্রবিরোধী। সে শাক্যের শত্রু যে কোন জীবকে কষ্ট দেয়।

হে দয়াময় ঈশ্বর, আমরা তোমার শাক্যের অত্যন্ত বিরোধী, জীবের দুঃখ দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয় না। আমরা বলি পৃথিবীর দুঃখের আগুন জ্বলুক, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি জীবের মনে জ্বলুক, তাহাতে আমাদের কি? নাথ, এই নিষ্ঠুরতা অপরাধের জন্য আমাদিগকে দণ্ড দাও। আমাদিগকে যথার্থ বৈরাগ্য এবং দয়া শিক্ষা দাও। গুরু, তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তোমার আলোক দেখে নুতন দেশে যাইব। পুরাতন পুস্তকের মৃত জ্ঞানের মধ্যে থাকিব না। পুস্তকের রজ্জুতে বদ্ধ হইব না, যেখানে তুমি নূতন রাজ্য বিস্তার করিতেছ সেখানে যাইব। পুরাতন মৃত পুস্তকের বিদ্যাভিমানী হইয়া আমাদিগের বুদ্ধি খুলিল না। এই বিদ্যাভিমানের পদতলে পড়িয়া প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দৈববাণী শুনিতে পাই না। বাহ্যিক কল্পিত বেদ অন্তরে প্রত্যাদেশস্রোত বন্ধ করিতেছে। এই জন্য বুদ্ধ মাথা তুলিলেন। বুদ্ধের আত্মা শত শত বৎসর পর এখনও বলিতেছেন, "ওরে এখনও আমি আছি। আমি বাহিরের বেদ বেদান্ত মানি না, আমি নূতন বিধান স্থাপন করিয়াছি, আবার তোরা বাহিরের বিদ্যামদে মত্ত হইয়া-

ছিস্? আবার আমার উপরে নির্যাতন?” এইরূপে তাঁহার গম্ভীর আত্মা বিদ্যামদরূপ অসুর বিনাশ করিতেছে। বুদ্ধদেব উঠিতেছেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠি। উঠিয়া, জননি, যেখানে জড়ের প্রভুত্ব নাই, জ্ঞান, পৌরোহিত্যের অভিমান নাই, তোমার আজ্ঞানুসারে সেখানে শাক্যের নির্ব্বাণমন্ত্র সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। মা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

বিশ্বজননি, তোমার যোগীকে তুমি কোলে করিয়া আমাদের নিকট বসিয়া আছ। তোমার যোগী আমাদের সঙ্গে কথা কহিলেন না, উনি কেবল উহাঁর গভীর যোগ সমাধির অবস্থা দেখাইলেন। কি চমৎকার মূর্ত্তি! উহাঁর প্রশান্ত মুখ দেখিয়া পৃথিবী শুদ্ধ হয়। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, পাপ একেবারে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুদ্ধ তনু তাঁহার। জননি, কবে আমরা ঐরূপ বৈরাগ্যে শুদ্ধ হইব? জননি, তোমার এই দুরন্ত সংসারী সন্তানদিগকে উহাঁর ন্যায় নির্ব্বিকার করিয়া লও। মা, তুমিত বৈরাগ্য দ্বারা উহাঁকে জিতেন্দ্রিয় করিয়া দিয়াছ, আমাদিগেরও কিছু উপায় কর। উহাঁর ন্যায় শান্তমূর্ত্তি বৈরাগী না হইলে আমাদের দুঃখ নিবৃত্তি হইবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর উহাঁর গায়ের পবিত্র বৈরাগ্য বাতাস আমাদের গায়ে লাগুক। উহাঁর যে ভয়ানক কঠোর বৈরাগ্যব্রত, এখানে

ফাঁকি দিবার সম্ভাবনা নাই। যে দুঃখীর মত সর্ব্বত্যাগী হইয়া গাছতলায় বসে না সে বুদ্ধের রাজ্যে যাইতে পারে না। বুদ্ধের নিকট যাইতে হইলে সংসার কাপড় ছাড়িতে হয়। পুরাতন ইন্দ্রিয়তনু ছাড়িয়া নূতন ভাগবতী তনু গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে হয়। হে জননি, শাক্যের বৈরাগ্যস্মরণার্থ, শাক্যের ভাব উদ্বোধনার্থ যেখানে তোমার পবিত্র শাক্য সাধন করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে আমরা এই বৃক্ষখণ্ড এবং প্রস্তর খোদিত শাক্যমূর্ত্তি গুলি আনিয়া রাখিয়াছি। বুদ্ধ শাক্য গয়াতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আমাদিগের মনের মধ্যে কোথায় প্রকৃত গয়া আছে তুমি আজ দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেও। এক দিন তুমি, জননি, আমাদিগকে সেই বাহিরের গয়াতে লইয়া গিয়াছিলে, আজ তুমি দয়া করিয়া আমাদের অন্তরে যথার্থ গয়া এবং প্রকৃত বৈরাগ্যবৃক্ষ দেখাও। সেই শাক্যের ভাব প্রকাশ কর, যাঁহার চক্ষে ধ্যান, যাঁহার সমস্ত শরীরে সমাধির লক্ষণ। তিনি যাকে দেখেন তাকে বলেন "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ, নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ।" এবার শাক্যের প্রভাবে সকল দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ হইবে। হে পবিত্র ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদের দেহ হইতে বিলাসরূপ পরিচ্ছদ কাড়িয়া লও।

হে আত্মন্, হে মন, ফকীর হও, গাছতলায় বস।

আজ প্রিয়তম শাক্যমুনির উৎসব হইতেছে, আজ ভালরূপে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ কর, আজ রাজবেশ ছাড়িয়া ফকীরের কাপড় পর। ক্ষণকাল ঐ বৈরাগ্য-বৃক্ষতলে বস। মন, বসিয়াছ? ডাকি শাক্য মুনিকে? এস এস শাক্যদেব, শীঘ্র এস, এই মনের ভিতর আবির্ভূত হও। মনের ভিতর শান্তি আসিতেছে, আর মনের মধ্যে কোন অসঙ্গত কামনা নাই, আর ইন্দ্রিয়াসক্তি নাই। ঢের কুপ্রবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গ হইতে জননী জল ঢালিয়া সে সমস্ত নির্ব্বাণ করিলেন। যার আজ্ঞাতে স্বর্গ হইতে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া বৃষ্টি আসিল। অনাসক্তির বৃষ্টি, বৈরাগ্যের বৃষ্টি, নির্ব্বাণবৃষ্টি। আজ হইতে আমরা নির্ব্বাণপন্থী হইলাম।

মা, নির্ব্বাণরাজ্য আসিতেছে। তোমার সুপুত্র শাক্য-সিংহকে পাঠাইয়াছ; তোমার শাক্য নির্ব্বাণের অবতার। যে শাক্যকে গ্রহণ করে তাহার কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হয়। যে কাম ক্রোধে অধীর হয়, যে সংসার আসক্তিতে অস্থির হয়, যে বিষয়লালসায় চঞ্চল হয়, সে শাক্যের শত্রু। হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদি-গকে শাক্যের বন্ধু এবং শাক্যকে আমাদের বন্ধু করিয়া দেও। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকল প্রকার সংসার জ্বালা পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারি। হে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের বৈরাগ্যবিহীন মস্তকের উপরে তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর,

শ্রীচরণ স্পর্শে আমরা সকল লালসা ছাড়িয়া, সকল দুঃখের আগুন নির্ব্বাণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া ভক্তির সহিত আমরা তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

ঋষিদিগের সমাগম।

রবিবার ৯ চৈত্র, ১৮০১ শক।

হে দয়াময় প্রাচীন ব্রহ্ম, হে অনাদ্যনন্ত দেবতা, হে পিতা, কৃপা করিয়া অদ্যকার উৎসব মধ্যে প্রকাশিত হও। দয়া করিয়া এই উৎসব সফল কর। এক পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তোমার প্রিয় মুষা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিধি গ্রহণ করিলেন আর এক পর্ব্বত শিখরের উপর তোমার প্রিয় ঋষিগণ তোমার যোগ ধ্যানে নিযুক্ত। তাঁহারা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতের উপর বসিয়া আছেন। তোমার অনুগত মুষা তোমার মুখের কথা শুনিবার জন্য বারংবার পর্ব্বতের উপর উঠিতেন, এবং তোমার মুখের আদেশ শ্রবণ করিয়া ইজরেল বংশকে তোমার নির্দ্দিষ্ট দেশে লইয়া গেলেন; কিন্তু ঋষিগণ তাঁহার ন্যায় নহেন, ঋষিরা নেতা হইয়া লোককে চালাইবার চেষ্টা

করিলেন না, তাঁহাদিগের আশ্রমে ধর্ম্মপ্রচারের আড়ম্বর নাই। তাঁহারা একাএকা গভীর যোগ ধ্যানে নিমগ্ন। কেহ গাছতলায়, কেহ ঝোপের ভিতরে বসিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতেছেন। সংসারাশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া কত যোগী জীবনের সন্ধ্যাকালে, হে হরি, তোমাকে তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন মন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তোমার ভজন সাধন করিতেছেন। য়িহুদী মুষার এক পাহাড়, ঋষিদিগের আর এক পাহাড়। এক পাহাড়ের উপরে, হে হরি, তুমি তোমার প্রিয় য়িহুদী সন্তানকে বিধি দিলে, আর এক পাহাড়ের উপরে তুমি ঋষিদিগকে যোগ শিক্ষা দিলে। এক বিধানে বিধি দিতেছ, আর এক বিধানে প্রকৃত যোগধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছ। ওখানে ধর্ম্ম-যাত্রার আরম্ভের সময় ভয়ানক উদ্যম উৎসাহ, তন্মধ্যে তোমার আদেশ, এখানে যোগর্ষি সকল জীবনের সায়ং-কালে (যখন প্রাণসূর্য্য অস্তমিত প্রায়) তোমার ধ্যানে নিযুক্ত। ওখানে তুমি কর্ম্মী দেব হইয়া তোমার বিশ্বাসী-দিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ, এখানে যোগেশ্বর হইয়া যোগীদিগকে গভীর যোগে মগ্ন করিতেছ। ঐ পর্ব্বতে কত নিয়ম, কত হুকুম; এই পর্ব্বতে নিয়মের পরিসমাপ্তি ধ্যানেতে। ওখানে মুষা সহস্র সহস্র লোককে সঙ্গে লইয়া চলিতেছেন, এখানে কেহ কোথায়ও নাই, কেবল এক এক নির্জ্জন পর্ব্বতে এক এক যোগী "একমেবাদ্বিতীয়ম"

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বেদবাক্য উচ্চারণ করিতে-ছেন। এক পাহাড়ে ইহা উচ্চারিত হইতেছে, আর এক পাহাড়ে ইহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উচ্চারণ করিলেন যোগী, শুনিলেন যোগেশ্বর। যোগী যাহা বলেন তাহা বায়ু শুনে, গাছ শুনে, আর পাহাড় শুনে। হে হরি, তোমার প্রিয় ঋষিদিগের আশ্রম কেমন পবিত্র মনোহর স্থান। তোমার স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তোমার সুপণ্ডিত ঋষিদিগের মন মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, তাঁহারা তোমার কাঁছে এত ধন রত্ন পাইয়াছেন যে তাঁহারা আর সকল ধন তুচ্ছ করিয়াছেন। শুনিলাম যেখানে তোমার যোগিগণ বসিতেন সেই স্থানের চারিদিক ব্রহ্মতেজে আলোকিত হইত। তাঁহারা এমনই জিতেন্দ্রিয় ধ্যানশীল এবং ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন যে তাঁহাদি-গের নিঃশ্বাসে সমস্ত পাপরাশি ভস্ম হইত এবং সমুদয় বাধা বিপত্তি চলিয়া যাইত। তাঁহারা এমনই গম্ভীরভাবে ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন যে বাহিরে জড়জগৎ আছে কি না তাঁহারা জানিতেন না। গভীর নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহারা ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন। একটি গাছ আর দুইটি সুন্দর পক্ষী, তৃতীয় পক্ষী, কিংবা চতুর্থ পক্ষী ছিল না। তন্মধ্যে একটি পাখী তুমি হে হরি এবং আর একটি পাখী যোগী। একটি খাওয়াচ্ছেন আর একটি খাচ্ছে, দেখাচ্ছেন, আর একটি দেখ্‌ছে; একটি ব্রহ্ম, আর একটি ব্রাহ্ম, একটি শিব, আর একটি জীব। একটি প্রাণের

প্রাণ আর একটি প্রাণ, একটি চক্ষুর চক্ষু, আর একটি চক্ষু; একটি শ্রোত্রের শ্রোত্র, আর একটি শ্রোত্র। পক্ষীতে পক্ষীতে বড় প্রণয়। প্রাচীন কালে হিমালয়ের উপরে আর কিছু ছিল না। কেবল এই দুই পক্ষীর প্রণয়লীলা হইল। ছোট পাখী আশ্রিত হইয়া বড় পাখীকে মানিতেছে। এই দয়া কর, হরি, এই দুই পাখীর মত যেন সাধন করিতে পারি। এই দেহের মধ্যে দুইটি পাখী একত্র হইয়া থাকিবে। এই দুই পাখীর মিলনই যোগ, এই সমাধি, এই ব্রহ্ম দর্শন। জীবাত্মা পক্ষী পরমাত্মা পক্ষীর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেই যোগ হয়। জননি, দেহের মধ্যে পাখী দেখাও। পাখী না দেখিয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পরের সখা, এইটি উটিকে ভালবাসেন, উটি এইটিকে ভালবাসেন। গাছের উপরে পাখীর মজা। দুই পাখীর সৌহার্দ্দ। এক পাখীতে যোগ হয় না। হে পরম পিতা, এই যোগতত্ত্ব শিখিবার জন্য আমরা এই ঋষিদিগের যোগপর্ব্বতে আসিয়াছি। এই পর্ব্বতের এক এক শিখরে বসিয়া এক এক যোগী, এক এক মুনি ধ্যান করিতেছেন। ইহাঁদের কাহারও মনে আর সংসারের মান সম্ভ্রম পাইবার ইচ্ছা নাই। মানুষকে দেখাইবার জন্য ইহাঁরা কোন প্রকার ধর্ম্মাড়ম্বর করেন না। লোকের স্তুতি নিন্দার প্রতি ইহাঁদিগের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। হে করুণাসিন্ধু, ইহাঁদিগের অন্তর্দৃষ্টি এমনি উজ্জ্বল যে ইহাঁরা

প্রত্যক্ষরূপে তোমাকে এবং তোমার নিরাকার স্বর্গরাজ্য দেখিতে পান। এই যে গুপ্ত ব্রহ্ম লইয়া অজ্ঞাতবাসে থাকা, এবং গোপনে সাধন করা এই যোগীর ভাব। লোক দেখান ভাব তাঁহাদের একটুও ছিল না! এই যে ইহাঁরা শান্তমনে তোমার ধ্যান করিতেছিলেন, ইহাঁরা জানিতেন না যে আজ চারিহাজার বৎসর পরে আমরা ইহাঁদিগের প্রশংসা করিব এবং ইহাঁদিগের ভাব গ্রহণ করিব। হে আত্মবিস্মৃত ঋষিগণ, তোমাদিগের ধ্যান খাটি, আমাদিগের সাধন ভজন যোগ ধ্যান অসার এবং অসত্য-মিশ্রিত। তোমরা একেবারে বাহিরের সমস্ত ছাড়িয়া এক মাত্র ঈশ্বরকেই সার করিলে। গোপন হইল তোমাদের সাধন ক্ষেত্র। মানুষের চক্ষু কর্ণ যেখানে যায় না, সেখানে তোমাদের সাধন ভজন। আর্য্যঋষিগণ, তোমরা লজ্জা দিলে আমাদের। তোমরা নিঃস্বার্থ যোগী ছিলে। তোমা-দিগের মাথার উপরে কত বৎসর চলিয়া গেল, দাড়ি চুল পেকে গেল, তবু তোমরা যেখানে ছিলে সেখানেই পড়ে রহিলে। একাগ্রতার সহিত একেবারে মগ্ন হয়ে রহিলে। সম্ভ্রান্ত যোগিকুল, কিরূপে পাইলে যোগ ধন? একা একা বসে এত সুখ পেলে? ঋষি, বল তুমি গোপনে কি দেখ, কি ভাব, কি খাও? তোমার চোখ খুল্‌তে ইচ্ছা হয় না? তোমর মা বাপ তোমার নিকটে আসিলেও তুমি চোক খোল না কেন? ওহে ঋষি, তুমি সংসারকে

একেবারে অগ্রাহ্য করেছ। এত বড় সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না? তুমি অন্ধ নহ, কালা নহ, অথচ ইচ্ছা করে অন্ধ কালা হয়েছ। তুমি ভিতরে এমন রূপ দেখেছ, এমন কথা শুনেছ যে বাহিরের রূপ শব্দ আর তোমার দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য তোমার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকেও তুমি ভুলাইয়া ঐ অমৃতরাজ্যে লইয়া গেলে। তুমি আপন ভার্য্যা সহ ধর্ম্মচর্চ্চা কর, যোগপথে যাও? তোমার সুখের ইচ্ছা নাই? তুমি সংসারের অতীত হয়েছ? কি ধন পেয়ে তুমি এত উচ্চ হলে? স্বর্গেতে তুমি স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসিয়াছ? যোগস্থলে ভার্য্যা, অসাধ্য সাধন করিলে। আমাদের গালে চূণ কালী দিলে, লজ্জা দিলে। তোমার স্ত্রী মানুষ আমাদের স্ত্রীও মানুষ, কিন্তু তোমার মত অমন স্বামী পাবেন কে? তোমার স্ত্রী বলিলেন "যাহাতে আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব?" তোমারই শান্তিকুটীর, তোমার কুটীর বড় পরিষ্কার, তোমার আশ্রম দেখিতে বেশ। ভগবান্ বসে আছেন এখানে। কোথায় আমাদের আর্য্য ঋষি যোগী সকল? কোথায় সেই যোগিনী সকল? অশরীরী চিদাত্মা সকল পরমাত্মাতে ডুবিয়া আছেন। তাঁহারা আর্য্যস্থান হিন্দুস্থানের মাথার মুকুট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহাদের বংশে জন্মিয়া আমরা এমন নীচ হইয়াছি! হে জগদীশ, তোমার বেদব্যাস তোমার যাজ্ঞবাল্ক্য কোথায়? সেই

সকল ঋষিদিগের তেজে এই দেশ বেঁচে আছে। হরি হে, তাঁহারা সমুদয় ছেড়ে চক্ষু বুজে যোগাসনে বসিতেন। তোমার ভারত ঋষিদিগের বাসস্থান বলে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা নিরাকার আকাশকে জড়িয়ে ধরিতেন, তাঁহারা খাটি জ্ঞান পদার্থ ধারণ করিতেন, বস্তু পূজা করিতেন, অন্ধকার শূন্য ভাবিতেন না, নিরাকার পরমাত্মাকে পুত্র বিত্ত হইতেও ভালবাসিতেন। তুমি তাঁহার কাছে সত্যম্ ছিলে। মুষাকে যেমন তুমি পর্ব্বতের উপরে বলিলে "আমারই নাম আমি আছি," ঋষিদিগের নিকটেও তুমি "অহমস্মি" বলিয়া সত্যংরূপে প্রকাশিত হইয়াছ। তাঁহারা পুতুল মানিতেন না, তাঁহারা যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহারা সত্যপরায়ণ হইয়া সচ্চিদানন্দের পূজা করিতেন। সত্য তুমি, চিৎ তুমি, আর আনন্দ তুমি। তোমার যোগীরা যোগানন্দরস পান করেন। কিবা ধাম! একটু দুগ্ধ, দুটো ফল! অরণ্যবাসী তাঁহারা, মাধবী লতা, পঞ্চবটী এবং সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাদের বন্ধু। মধুর প্রকৃতি আসিয়া ঋষি-দিগের বাড়ীতে হাস্‌ছেন। প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য প্রকৃতির মাধুর্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিত। ঋষি খারাপ স্থানে থাকেন না, যেখানে প্রকৃতি প্রাণ পরিতোষ করে সেখানে ঋষির আশ্রম। প্রকৃতি সংসারাসক্ত বিকৃত মনুষ্যের চিকিৎসক। ঋষি প্রকৃতির সুখে সুখী। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মানন্দরসপান ঋষির জীবন, বাহিরেও ঋষি সুখের

রাজ্য দেখেন। সবুজ গাছগুলি, সুন্দর ফুলগুলি, সুমিষ্ট ফলগুলি এবং সুন্দর পাখীগুলি দেখিয়া ঋষি প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া বলেন "আনন্দং ব্রহ্ম।" ঋষি আনন্দে সৃষ্ট হইলেন, আনন্দে জীবিত হইলেন, আনন্দে বিলীন হইলেন। ব্রহ্ম বস্তু তাঁহারা স্পর্শ করিতেন। ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব, ব্রহ্মের বিকাশ, ব্রহ্মের নিঃশ্বাস মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেন। ঋষিগণ আমরা নিম্নদেশ হইতে তোমাদের পাহাড়ে এসেছি, তোমাদের আশ্রমের বাতাস লেগে যেন পবিত্র হই। মা যোগেশ্বরি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে প্রাণ ভরিয়া সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকি। আমাদিগকে যোগী কর, সংসারের নীচ সুখ পড়িয়া থাক্।

হে আর্য্যদিগের ভূমা প্রকাণ্ড ঈশ্বর, তোমাকে যেন ছোট মনে না করি। তোমাকে ভাবিলে যোগী ঋষির শরীর রোমাঞ্চিত হয়। য়িহুদীর জিহোভা বড় ভয়ানক। বজ্রধ্বনিতে বিদ্যুতের মধ্যে প্রকাশিত জিহোভা অতি বৃহৎ। মানুষ তাঁহার কাছে যাইতে পারে না। অল্পবিশ্বাসীদিগকে তুমি বল, তোরা দূরে থাক, এ অতি শুদ্ধ স্থান যেখানে আমি আবির্ভূত। ঋষিদিগের অভিধানে ব্রহ্মের নাম আকাশ। যেমন আটলান্টিক মহাসাগরে একটি শর্ষপ, তেমনি তোমার মধ্যে আমি যে কোথায় আছি আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঋষির প্রকাণ্ড ব্রহ্মের ভিতরে

ছোট ছোট বাঙ্গালী কোথায় উড়ে গেল। জগদীশ, তুমি পুরাণের ছোট দেবতা নহ। যোগী ছোট পরিমিত বস্তু ভালবাসিতেন না, বড় না হইলে উহাঁদের প্রাণ তুষ্ট হইত না। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, বলিতে বলিতে আকাশে ঢেউ চলে গেল। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্ম নাম উচ্চারিত হইত। সেই নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি। হে পরব্রহ্ম, আবার ভারতবর্ষে তোমাকে আসিতে হইবে। ঋষিদিগের আশ্রমে তোমার কত আদর হইত। তোমাকে ধারণ করিয়া ঋষিরা কত আহ্লাদ করিতেন। হে হরি, আর এক বার তুমি বঙ্গবাসী বঙ্গবাসিনীদের বুকের ভিতর এস। সেই ভারত, সেই গঙ্গা রহিয়াছে, গঙ্গার ধারে কলিকাতায় তোমার কতক গুলি সাধক তোমাকে ডাকিতেছে, এক বার ব্রহ্ম নামের মর্য্যাদা দেখাও, ব্রহ্ম নামের নিশান এক বার উড়াও। তুমি একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান আবার উড়াইতেছ। কিছু দিন এই দেশে লীলা কর, আবার আশ্রম স্থাপন হইবে। আবার ঋষি কন্যারা হরিণ এবং ফুল পত্র লইয়া আমোদ করুক। ঋষি পত্নীরা তোমার বনমোহিনী মূর্ত্তি দেখুন। নর নারী পাহাড়ে গমন করুন, সেখানে প্রকৃতির শোভার মধ্যে তোমাকে দর্শন করুন! তুমি রূপবিহীন অথচ তোমার ঋষিরা তোমাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতেন। আবার চারিহাজার বৎসর পরে সেই পরব্রহ্মের

ঢেউ লাগ্‌ছে। সচ্চিদানন্দ হরি, তুমি এসে আমাদিগের হৃদয় অধিকার কর, যে যাহা বলে বলুক আমারা কাহারও কথা শুনিব না। তোমার বঙ্গদেশ পুতুল পূজা করে কদাকার হল। এই দেশ তোমার দেশ, ব্রহ্মদেশ হউক। হিন্দুস্থান ব্রহ্মের স্থান, এইত তোমার বাড়ী। যোগধর্ম্মের দোল্‌না এই হিন্দুস্থান। আবার যোগানন্দে আমাদিগকে মাতাও। একবার দাঁড়াও, আমরা যোগের ভাব ধারণ করি, আর যেন বিয়োগের কষ্ট না পাইতে হয়। তোমার সঙ্গে যোগদান করি। এই তুমি এই আমি। এই আমার ভিতরে তুমি, এই তোমার ভিতরে আমি। এই জলের ভিতরে পাত্র, এই পাত্রের ভিতরে জল। যোগ হচ্ছে হচ্ছে, খানিক তুমি, খানিক আমি। এইরূপে ঘিয়েতে ময়দা ঠেস্‌তে ঠেস্‌তে জীব ব্রহ্মবান্ হয়। ঘরে ব্রহ্ম, সংসারে ব্রহ্ম, টাকাতে ব্রহ্ম। যোগিগণ সহ তেজের রথে চড়ে ব্রহ্ম আস্‌ছেন। আস্‌ছেন ব্রহ্ম ভারতকে আবার যোগে মগ্ন করিবার জন্য; আবার সত্যেতে আনন্দেতে ভারতকে মগ্ন করিবার জন্য। আনন্দসমুদ্রে যোগের উচ্ছ্বাস, সাগর উথলিত। যাহারা যোগী ছিল না তাহারাও যোগী হইল। যোগেশ্বর, এই যোগসিন্ধুতে আমাদিগকে নিমগ্ন কর। বিয়োগ ভাল লাগে না। হরি, প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম আবার তুমি যোগীদিগকে লইয়া যোগেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত

হও। হে দীননাথ, আশীর্ব্বাদ কর যেন যোগানন্দে মত্ত হইয়া এই নববিধানে আশ্রিত থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

খ্রীষ্ট-সমাগম।

রবিবার, ২৫ শ্রাবণ, ১৮০২ শক।

হে দয়াসিন্ধু হে পতিতপাবন, যাত্রিদল আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। প্রবেশ করিবার অধিকার দাও। অনেক পথ চলিয়া আসিলাম; ঠাকুর, পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। য়িহুদীদিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি দ্বার খোল। বাহিরে থাকিয়া শুনিতেছি ভিতরে খুব ব্যস্ততা। ঘর সাজাইতেছ। নগরের সকলে জাগ্রৎ হইল, আর কেন? দ্বার খোল! আর কত ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? নাটকের অভিনয়ের সময় হইয়াছে। ঘড়িতে বাজিল ১৮০০ বৎসর। খোল না দ্বার? ঝনাৎ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। য়িহুদী নগর। চল ভাই যাত্রিগণ চল। আমরা অল্প কয় জন আসিয়াছি। একি? ও হরি, একি? সমুদায় দৃশ্যের পরিবর্ত্তন যে? হাট,

বাজার, ঘর, ও পাহাড় এ সকল কি? এ কোন্ দেশ? হিন্দুদেশ তো নহে? য়িহুদীদের দেশ। আমরা সকলে আজ য়িহুদী। এই দেশে কে এক জন নর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? হে ঠাকুর, আমরা আশাতারা দেখিতে দেখিতে এখানে আসিলাম। সেই শিশু নাকি কাণাকে চক্ষু দেয়, রোগীকে ঔষধ দেয়? সে নাকি আবার একটা নূতন রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছে? তাহার কথা শুনিতে আসিয়াছি।•• দয়াময়, আমাদের আবেদন গ্রাহ্য কর। যদি আসিতে দিলে, তবে পরদেশীয়ের মত চুপ করিয়া এক কোণে যেন বসিয়া না থাকি। যেন সকলের সহিত যোগ দি। মার কোল আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ও কে? তুমি মার মা। জননীর ক্রোড়ে হাসিতেছে মেরী, আর মেরীর ক্রোড়ে হাসিতেছে শিশু। তিন জনের আ-লোতে চারিদিক্ আলোকিত হইল। তিন জনে তিন ভুবন আলো করিতেছ। জগজ্জননি, তব ক্রোড়ে তোমার কন্যা, কন্যার ক্রোড়ে পুত্র। মেরীতনয়, ছোট ছেলে, কটি ছোট সিংহ, তেজে ভরা। দেবতনয়, বুঝিতে পার জান কি জন্য এসেছ? মার কোল থেকে নাব, আর কেন? তুমি মাকে ভালবাস। কৈ? তোমার মা তোমাকে পালন করিলেন বিশ্বজননীর আজ্ঞায়, তার পরে আর কিছু নয়। ও ফকীর, তোমার মা কৈ? ও উদাসী, জঙ্গলে যাইতেছ কেন? মাকে ফেলে যাচ্ছ? গহন বনে চলিলে?

পৃথিবীর বিষয় সুখ ফেলে বনে কি টাকা রোজগার করিতে গেলে? ও মেরীতনয়, কোথায় যাও? ধন উপার্জ্জন করিতে? যাও তুমি যাও। কেহই জানিতে পারিল না। নগরবাসীদের আশা গেল। কোথায় গেলে? একি রকম বাস হইল? কেউ টের পেলে না। অপরিচিত অলক্ষিত। আদর করিয়া, হে প্রিয় যীশু, যাত্রীদের কোলে এস! তোমাকে কোলে নিলাম। খানিক পরে কোথায় গেলে? ঐ যে পাহাড়ের উপরে এক জন খুব তেজস্বী পুরুষ। আর বাল্যকাল নাই। ছুতো করে মার কাছ থেকে কেঁদে কেঁদে লক্ষ টাকা এনেছ। বিলাবে বলে কি এসেছ? জননি, সন্তানকে প্রস্তুত করিয়া আনিলে। পার্শ্বে তুমি বসিয়া আছ, মার ছেলেকে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছ। একটা নল ওঁর মুখ থেকে তোমার মুখ পর্য্যন্ত লাগান রহিয়াছে। তুমি ফুঁ দিতেছ আর অমনি উনি কি বলিতেছেন। হে হরি, ও কৌশলের মানে কি? নলের ভিতর দিয়া মুক্তা মাণিক বাহির হইতেছে। প্রিয় যীশুর মুখ দিয়া মুক্তা মাণিক পড়িতেছে। তুমি দিতেছ আর উনি ছড়াইতেছেন। তুমি আলোক জমা করিয়া সেই তেজ দিতেছ আর ওঁর মুখ দিয়া আলোক বাহির হইতেছে। অমৃত দিতেছ আর নলের ভিতর দিয়া ওঁর মুখ দিয়া অমৃত পড়িতেছে, জগদ্বাসীদের কাছে গড়াইয়া যাইতেছে। ঐ দেখ যত গরিব সকলে ছুটে আসিয়াছে। বুড় বুড়ী কাণা খোঁড়া

যত দুঃখী তাপী আছে সকলে আসিয়াছে। ঈশা তাহাদিগকে পরিতোষ করিতেছেন। বহুমূল্য বস্ত্র ও অনেক ধন তাহাদিগকে দিলেন। ঐ ধন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়িতেছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সমস্ত পৃথিবীময় উহা বিস্তৃত হইয়াছে। ঈশার পশ্চাতে সকলে ছুটিলেন। ঈশা, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছি, কলিকাতা হইতে আসিতেছি, দাঁড়াও এক বার। রাস্তার মধ্যে রাস্তা আলো করিয়া দাঁড়াইলেন। গাছের উপর ও কে? ভক্তি জেয়াদা। ছুঁয়ে নিলে যে? শুদ্ধ হইবে বলে বুঝি? আমাদের মত তোমরাও মূর্খ, ভাই, আমরাও দুঃখী তোমরাও দুঃখী। আমরা ঢের রাস্তা এসেছি। ওঁর মুখ দেখ্‌বো না? অত ভিড় কেন? কি কান্তি কি সুন্দর মূর্ত্তি ভিড়ের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে! "আমি নম্র" লোকটি এ কথা বলে কেন? ওটি মেষশাবক। মানুষের মত তেজ নাই, মাটীর মত নরম। মার ধর কিছুই বলে না। তুমি কি দিতে আসিয়াছ? তুমি কি কেবল ভালবাসা দিতে আসিয়াছ? মার খেলেও কিছু বল না। এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দাও। মাটী তবুও গরম হয়, তুমি ফুলের ন্যায় নরম। ঈশার মা, তুমি কি ওঁকে ক্ষমা শিক্ষা দিয়াছ? পৃথিবীতে মার খাবেন, অথচ ক্ষমা করিবেন। ঐ লোকগুলা ওঁকে গালাগালি দেয় কেন? বলে

ধূর্ত্ত মদখেগো। উনি তো কিছু বল্‌ছেন না। রাস্তা-দিয়া যে, একটি মেষশাবক যাইতেছে। দেশটা কি শাসন করেছেন! নরম ভাবে পৃথিবীপূর্ণ। ও মেরী-তনয়, তোমার মা তোমাকে ও পোষাক দিলেন কেন? সেলাই নাই এমন একটা জামা কেবল। তোমার কি হয়েছে? তোমার বাপ এত বড়। তুমি স্বর্গের সন্তান, রাজকুমার, তোমার মুকুট কৈ? কাঙ্গালের মত কেন? তুমি নাকি তোমার পিতার বড় ছেলে?" আইন মত সমস্ত বিষয় তো তুমি পাবে? এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এই চারিখানা জমীদারী তোমার? কুবেরের ধন তোমার, এই সমুদয় পৃথিবীর অধিকার তোমার, আর তোমার ট্যাঁকে একটা পয়সাও নাই। ওরে ঈশা, বল্‌না তোর এরূপ কেন হইল? কি হয়েছে তোর? কেউ কি কিছু বলেছে? পথে আসিতে আসিতে কেউ কি কোন শক্ত কথা বলেছে। তোমার যে বিষয়, রোজ তুমি দশ ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে পার। সূর্য্য তোমাকে কাঁদে করিতে পারে। তোমার ভাবনা কি? হায় রে সংসার, য়িহুদীতনয়কে এমন নিগ্রহ কেন করিলি। রাজার ছেলেকে জঙ্গলে কেন পাঠালি? রাজা হবার সময়ে রামকে কেন বনে দিলি? ও ঈশা, তোমার চাঁদ-মুখ দেখিলে কান্না পায়। তুমি রাজার পুত্র রাজবেশ পরিয়া বেড়াইবে। যেখানে যাইবে হাজার হাজার লোক

সম্মান করিবে। দেখিতেছি তোমাকে কেহই গ্রাহ্য করে না। ধনী বিদ্বান্ কেহ আসেন না। জেলে ছুতর এদের হাতে শেষে পড়িলে কেন? তোমার বিদ্যা বা ধন নাই। তোমার মা তোমাকে ফকীর হইতে বলিয়াছেন। তুমি যদি শোক ঘাড়ে পেতে না নেবে তবে মানুষের উদ্ধার হইবে কিসে? তোমার গায়ে রাজার লক্ষণ কিছুই নাই। ও সমস্ত মা কেড়ে নিয়ে বুঝি ফকীর করেছেন? মা বলিলেন'" বুকের ঈশা তোকে খুব ভালবাসি কিন্তু কি করিব। মুখ দেখ্‌লে প্রেম উথলিয়া উঠে। পৃথিবীর দুষ্ট লোকগুল বড় ভয়ানক হয়েছে, ক্ষমা করে না; সংসারের মায়া ছাড়ে না। তুই আমার কথা শুন্‌বি। অরণ্যবাসী হতে হবে। তোকে একখানাও বাড়ী দেব না। শেয়াল থাকবে গর্ত্তেতে কিন্তু ঈশ্বরতনয়ের মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না।" মাতৃগর্ভে তোমার কপালে দুঃখ কষ্ট লেখা ছিল। বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া মাতৃগর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে। নিয়তি উল্টোয় কে? মা বলিলেন, "যারে ঈশা। এক বার পৃথিবীর লোকগুলকে [illegible] পায়ে ধরে নিয়ে আয়। গোয়াল থেকে যে সকল গরু পালিয়ে গিয়েছে তাদের আবার গোয়ালের মধ্যে নিয়ে আয়। বিপথগামীদের নিয়ে আয়। সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে যাহারা পাপাচার কর্‌ছে তাদের হাত ধরে নিয়ে আয়। সুস্থদের দরকার নাই। কাণাকে চোখ, খোঁড়াকে পা দিয়ে আদর

করিয়া দিতে হইবে। রোগীকে ঔষধ দিয়া প্রতীকার করিবে।" "হে সুন্দর ঈশা," তুমিও বলিলে "মা চলিলাম। চির ফকীর হইব। প্রাণ যদি কেহ টেনে লয় তা হলে এই প্রাণ জননীর চরণে দেব। আমার ইচ্ছা তোমাকে দিয়া চলিলাম।" হে বিশ্বজননি, এইরূপে তোমার নিকট ঈশা জঙ্গলে বিদায় লইলেন। প্রলোভন তাঁহাকে ধরিতে আসিল। প্রাণের ঈশার কি তেজ, মার আজ্ঞাপালনের জন্য আসিয়াছেন, "বের সয়তান" বলিয়া এমন এক ধমক দিলেন যে, সয়তান একেবারে কোথায় পালাইল তাহার ঠিক নাই। তেজে মাটি ফাট্‌ছে! কেউ বলে না যে উনি রাজা। বলে ছুতরের ছেলে। যাহউক দেখালে ভাল। মুখই বা কেমন? কাপড় কি ও রূপ ঢাকিতে পারে? তোমার পোষাক কি রূপ কমাইতে পারে? পয়সা নাই তোমার, আসল ফকীর। কাল কি খাইবে কিছুই জান না। পাখী তোমার সখা, আর পদ্মফুল তোমার গুরু। ওদের কাছে কি বৈরাগ্য শিখিলে? আসল বৈরাগ্য। ও ঈশ্বর, এ আবার কি রকম বৈরাগ্য? বৈরাগীরা তো সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া বসিয়া থাকে। তোমার কাপড় যে ছেঁড়া তা নয়। এ ফকীরি ভস্ম মাখিয়া জঙ্গলে বাসের ফকীরি নয়, রাজার কাছেও যাইতেছে প্রজার কাছেও যাইতেছে। মার খাইবেই দেখিতেছি। ইনি অত গোলের ভিতর গিয়া গালাগালি দিতেছেন কেম?

আপনি খাবে বিষ, আর পরকে দেবে মধু। আপনি এক কড়িও নেবে না, আর পরকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে। আপনি মাথা রাখিবার স্থান চাইবে না, কিন্তু পরকে অট্টালিকা দেবে। ফকীর হইয়া প্রেম বিলাবে। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই ধনই দিবে। দোহাই প্রভু তোমার বৈরাগী সন্তান যাহা চান তাহাই হউক। এই যাত্রিদল শিষ্য, ওঁর শিষ্য হইবে। কিন্তু উনি যে তেজস্বী! ভয় হইতেছে, বুঝি পারিবে না।" মিথ্যা কথা ঘোচে না, কিন্তু ভক্তিতে খুব মত্ততা। আজ বিবেকসন্তানের কাছে আমরা শিষ্য হইতে আসিয়াছি। ওই উপরের পাহাড়ে যেন আগুন ছুট্‌ছে। একটুও যদি প্রাণের ভিতর কুচিন্তা থাকে তাহলে মার খাবে। শত ক্ষমা না কর্‌তে পার্‌লে ধর্ম্মরাজ্যচ্যুত হইবে। বড় বড় নীতির কথা বল্‌ছেন। ওঁর কথা গ্রহণ কি করে করবে। এত উপদেশ পালন কর্‌তে হবে। যদি না করি তা হলে নরকের আগুনে পুড়্‌তে হবে। এ দিকে ভেড়ার মত কথাটী নাই। বিবেকের নীতি বলিতে এত উৎসাহ। বেশ শুদ্ধ সচ্চরিত্র ছেলেটি! বিশ্বজননি, এমন স[illegible] প্রকৃতির ছেলে কোথায় পেলে? সকল বিষয়ে "আমি মার ইচ্ছা পালন করিব" এ রকম তো কেউ বলে না? আবার যে ঘুঁসী সয়তানকে দেখাইয়াছেন সে আর কাছে আসিতে পারে না। আমরা সকলে কাল। ইনি শুভ্র ব্রহ্মতনয়, ইহাঁর মুখ দিয়া গলগল্‌ করিয়া বিবেকের নির্ম্মল জল

পড়িতেছে; পৃথিবী শুদ্ধ হইতেছে। যে ঈশাকে মানিলে পাপ করিতে কেহ পারিবে না, তাহাকে আনিলে। তিনি বলেন, "আমার ইচ্ছা নহে জননীর ইচ্ছা।" দয়াময়, সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছা পালন করে এমন আর কে আছে? উনি তোমার ভারি বিবেকী সন্তান। খুব বিবেকী, একটাও অনীতির কথা বলেন নাই। যাহা কিছু বলিয়াছেন সমস্ত শুদ্ধ, পূর্ণ পবিত্রাতার ধর্ম্ম। কি বিনয়, কি ইন্দ্রিয়-দমন, কি আসক্তি পরিত্যাগ, কি সত্য কথন, সকল বিষয়ে তোমার পুত্র শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র নির্ম্মল সত্য বিস্তার করিতেছেন। জগতের ভার বুকে করিয়া লইয়াছেন। কাঁদের কাছে গোলপানা ওটা কি? উনি কি মুটে হয়েছেন? গেল, গোল পৃথিবীটা ও'র কাঁদের উপর। পৃথিবীর দুঃখ পাপ ও'র কাঁদে কেন? ঈশা জগতের দুঃখ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন "দুঃখী পৃথিবী তোর দুঃখ দেখিয়া আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোর বন্ধু। তোর দুঃখ দেখিয়া মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বল্‌লেন তুই না গেলে পৃথিবীর কষ্ট কে দূর করিবে। আমি তাই এসেছি। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোর দুঃখে কাতর হইয়াছি। আমার কাঁদ প্রশস্ত। আমি মুটের ছেলে। এই আমার ব্যবসা। ও লোক গুলা, আয় তোদের সমস্ত পাপের ভার আমার কাঁদে দে। তোদের বাড়ীর ভার, পাড়ার ভার, আমার

প্রতি দয়া করে সমস্ত ভার দে। এই যে পাপী এসেছ? পাপের বোঝা দাও। রোগী এসেছ তোমাকে নমান করি। রোগের ভারটি আমার উপরে চাপাইয়া দাও। সন্তপ্ত গৃহস্থ, তোমার সংসারের ভার আমার উপরে দাও। মুটের মাথায় সকল ভার আনিয়া দাও। আমি তোদের দুঃখ দেখিয়া গোপনে কাঁদি। হৃদয় রক্তারক্তি হয়েছে। ভাই ভগ্নী পিতাকে এখনও চিন্‌লে না, এই আমি দিবা-রাত্র ভাবি। তোদের মুখ দেখে বড় কষ্ট হচ্চে। ওরে শেষ আয়। গোয়াল ছেড়ে গরু পালিয়েছে। আয় বাপের কাছে নিয়ে যাই। আয় আমার কাঁদে ওঠ্। মাথায় করে সকল ভার বহিব।" প্রাণের ঈশার মাথায় এত গুরু ভার! তাঁহার চক্ষে জল পড়িতেছে। এত দুঃখের ভার মস্তকে, কিন্তু ঈশার প্রাণের উদ্যানে প্রেম ফুল ফুটি-তেছে। উনি সকলের দুঃখ মোচন করেন, আর ওঁর দুঃখ কেউ মোচন করিল না। উনি যে পরোপকার করিলেন তার কি হইল? যাহাদিগকে উপকার করিতে গেলেন তাহারাই ওঁকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইল। হে ঈশ্বর, তাঁর কি দুর্দ্দশা! রাজার ছেলে এলেন রাজসিংহাসনে বসিতে, আর কি শেষে হইল? সংসার বিষয়সুখ কিছুই ভোগ করিলেন না। ফকীর হয়ে জন্মটা কাটাইলেন। শেষ কি না পৃথিবীর কল্যাণে প্রাণটাও দিলেন। পৃথিবী গরম হইয়া উঠিল। হে প্রভু, তখন তুমি ঈশাকে পৃথি-

বীতে নিরাপদ ভাবিলে না। বলিলে আর নয়; শীঘ্র এস। তুমি পুত্রের কষ্ট দেখে থাক্‌তে পার্‌লে না। হে দীননাথ, পরিণামে এই হল! ঈশার শিষ্যগণও সেই সময়ে নিদ্রায় অভিভূত হইল। তারা কালনিদ্রায় অচেতন হইল। হা বিধি, ঈশাকে বাঁচাইবার জন্য কেউ এক বার চেষ্টাও করিল না। ত্রিশ টাকার জন্য এমন প্রাণের ধনকে শিষ্য হইয়া শত্রু হস্তে সমর্পণ করিল। হা ঈশা! হা ঈশা! এই যে য়িহুদীগ্রাম উৎসাহে পূর্ণ। দলে দলে লোক যাইতেছে। একেবারে কাল কেন? এই জন্ম দেখিলাম ঈশার, এখন কি আবার তাঁহার মৃত্যু দেখিতে হইবে? সূর্য্য এত শীঘ্র নেবে যাচ্চে কেন? চারি দিক্ অন্ধকার হয়ে আসিল। প্রাণের বন্ধুকে কি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্চে? ওকি ঈশার মাথায় শেষে কাঁটা দিলে? উঃ এ যে আমাদের লাগে ওরে, মারিস না! তোরা কাকে মারিস, এযে আমাদের লাগে। ঈশার প্রাণের রক্ত গড়িয়া পড়িয়া নদী হইয়া যাইতেছে। কোথায় মেরী, কোথায় বন্ধু, কেউ কি রাখিতে পারিলে না? পৃথিবী রক্ষা করিতে ঈশার পা ধুইয়া রক্ত টস্ টস্ করিয়া গড়িয়া আসিতেছে। কি সেকেণ্ডে রক্ত পতনের শব্দ। ঈশার প্রিয় বক্ষের শোণিতপাতের শব্দ। বরাবর চিরকাল রক্ত পড়িবে। সমস্ত ইউরোপ প্রভৃতি লাল হইয়া গিয়াছে! নববিধানের নিশান লাল। জননি, এই হল খেলা?

খেলা ফুরাল। আবার ছেলেটিকে তোমার কোলে নিলে? এত মৃত্যু নয়, সন্তান জননীর কোলে গেল। ভাই, তোর কাছে এসেছি জানিস্? তোমাকে ছেলে মানুষ ভেবে পৃথিবীর পাষণ্ড গুল মার্‌লে। মার ছেলে বলে মনটা বড় কোমল, এক বার গ্রাহ্যও কর্‌লে না। পরোপকার কর্ত্তে গিয়াছিলে কি না? হাস্‌চ যে? বুঝেছি শোক হবে কেন? মাতা পুত্রের মিলন হল। এই সকালে মেরীর কোল থেকে তোমাকে নিয়ে আমোদ করিতেছিলাম, আবার এই বিশ্ব-জননীর কোলে দেখ্‌চি। এস, এক বার আমাদের কাছে এস। তোমার মা ভাল আছেন? স্তনের দুগ্ধ রোজ খাওতো? তুমি খেলা করিতে যাও? স্বর্গে জায়গা আছে? বল না ও বালক, সেই আমাদের মুষা, সক্রেটিস, গৌতম প্রভৃতি তাঁরা তোমার কি ওই পাশের বাড়ীতে থাকেন? তাঁদের সঙ্গে তোমার কথা হয়? তাঁদের সঙ্গে খেলা কর? তুমি বেশ ছেলে মানুষ ঋষি, ছোট ফকীর ছেলে। মুখে আধ আধ কথা। মুখ খুব সুন্দর। দেখ্‌লেই মনে হয় খব পুণ্য আর যোগ রহিয়াছে। ফকীরের বেশ ধরে মার কোলে রয়েছ। থাক থাক। ঐ যা ঈশা কোথায় চলে গেল? মার স্তনের ভিতর। ছি ঈশা, আমাদের কষ্ট দিয়া পালাও কেন? মার প্রাণের ভিতর বিলীন হইয়া গেলে। যাত্রিদল বসে রহিল, এগারটা বাজিল। মাতে আর ওঁতে এক। ছেলের জ্যোতি মার জ্যোতি

এক হয়ে গেল, ছাড়াছাড়ি নাই। যত ব্রাহ্ম হইব তত ঈশাকে মানিব। উনি যে বলিয়া গিয়াছেন এক হৃদয় এক আত্মা। ওঁর নিজের কিছুই নাই। এইবার ঈশার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে চলিল। মার মুকুট ছেলের মাথায়। মেরীর কোলে দেখিলাম, মরিতেও দেখিলাম, যোগেতে শেষে এক হইতেও দেখিলাম। পিতা পুত্রের মিলন। পিতার ভিতর থেকে গুণ পুত্রের ভিতরে আসিতেছে। হে ঈশা, এই মূর্ত্তি ধর, এই ঘরের মধ্যে বাপের সঙ্গে এসে বস। তুমি মিশে যাও পিতাতে, আমরা তোমাতে, সমুদয় এক। ও সক্রেটিস, মুষা, গৌতম, ঋষিগণ, ঈশা দর্শন হচ্চে! মা দেখা দিচ্চেন। লক্ষ্মী, জননী, ঈশা বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদের আত্মার মধ্যে। মার প্রতিমা পূর্ণ হল। মহর্ষি ঈশা ধন্য। স্বর্গীয় পিতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাও। ঐ চারিদিকে তুরী ভেরী বাজিতেছে। আনন্দের উৎসব। আমার ঈশা সিংহাসন পাইলেন। শুদ্ধাত্মা হইয়া সকলের প্রাণের ভিতরে বাস করিলেন। ঈশা নাচ, খুব নাচ, মার সঙ্গে নাচ। যত তুমি পরের জন্য কাতর ঈশা, তত তুমি আমার-ঈশা। বৃদ্ধস্বভাব ছাড়িয়া যত বালকের মতন হব তত তুমি আমাদের হইবে। ঈশা আমাতে, আমি ঈশাতে, নববিধানে আমরা সকলে ঈশার ভিতরে, আমরা সকলে আবার ঈশা শুদ্ধ ব্রহ্মের ভিতরে। এই ভাঁড় এই জল।

লাগ্ ভেল্কী, লাগ ভেল্কী লাগ্। ঈশার কথা পূর্ণ হল। যে বাঙ্গালী অন্ন খায় সে ঈশার মাংস খায়। ঈশার রক্ত প্রত্যেক জলের ভিতর। ঈশা আমাদের শরীর হইয়া গেলেন। দেবগণ শঙ্খধ্বনি কর। পৃথিবীর সমস্ত লোকের সহিত ঈশার মিলন হইল। হে দীনবন্ধু, ঈশাকে এই ভাবে দর্শন করিতে দাও। হে দয়াময়, যেন এই অমূল্য রত্ন চির-কাল আমরা রক্তের মধ্যে রাখিয়া শরীরের মধ্যে রাখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মোহম্মদ-সমাগম।

১লা আশ্বিন, ১৮০২।

জননি, তোমার সন্তান ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ বিশেষ বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হইয়া বিশেষ বিশেষ পুষ্পের ন্যায় জগতে শোভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমা-দের অশেষ আদরের পাত্র। মোহম্মদ তোমার প্রেরিত মহা-পুরুষদিগের এক জন। তিনি দেখিলেন লোকের মনে সংসারাসক্তি বিলাসবাসনা ও পাপপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, শুদ্ধ একবারের উপাসনায় তাহার নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই, এ জন্য তিনি প্রতি দিন পাঁচ বার উপাসনার নিয়ম

প্রবর্ত্তিত করিলেন। নমাজের ঘণ্টা বাজিবামাত্র সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতেই হইবে, কি বাদশা ও আমির, কি দোকানদার, পাহারাওয়ালা ও নৌকার মাঝি, মুটে, কি জ্ঞানী কি মূর্খ সকল মুসলমানকে প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ বার নমাজ পড়িতেই হইবে, এই বিধি তিনি দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ইহা পাপ হইতে বাঁচি-বার একটি প্রধান উপায়। এই কঠিন উপাসনার নিয়ম-দ্বারাই তিনি দুর্দ্দান্ত বদ্‌ওয়ি আরবীয় জাতিকে শাসিত রাখিয়াছিলেন। বার বার উপাসনা করিতে হইলে—ঈশ্ব-রের নিকটে যাইতে হইলে পাপ করিবার সুযোগ অল্প হয়, কুপ্রবৃত্তি সকল সঙ্কুচিত থাকে। বার বার স্নান করিলে যেমন শরীরে ময়লা বসিতে পারে না, বার বার উপাসনা করিলে তদ্রূপ অন্তরে মলিনতা থাকিতে পারে না। ক্রোধ, অহঙ্কার, সাংসারিকতা ও বিলাসিতায় আমরাও সেই বদ্‌ওয়ি আরবদিগের তুল্য। সেই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত বারংবার উপাসনা করার নিয়ম আমাদিগেরও অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আমরা রক্ষা পাইব না। হরি, আমরা যেন এক বার মাত্র তোমার উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত না হই, বার বার যেন তোমাকে ডাকি, তুমি আমাদিগকে এরূপ সুমতি দান কর।

২ রা আশ্বিন।

জননি, মোহম্মদ তোমার সিংহাসনে অন্য কাহাকেও

বসিতে দেন নাই, এবং তোমার তুল্য বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেন নাই। তিনি মূর্ত্তিপূজা ও অবতারবাদের ঘোর শত্রু ছিলেন, তোমার ঈশ্বরত্বের কোনরূপ বিভাগকে তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তুমি অদ্বিতীয় অংশ-বিহীন বলিয়া তিনি বীরপরাক্রমে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি কোন সাধু মহাজনকে তোমার প্রাপ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদান করেন নাই, তাহা করা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি সাধু মহাজনদিগকে তোমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। কোনরূপে তিনি তাঁহাদিগকে তোমার সিংহাসনের পার্শ্বে বসিতে ও তোমার সঙ্গে একীভূত হইতে দেন নাই, সকলকে তোমার চরণতলে বসাইয়াছেন। তাঁহারা তোমার প্রেরিত এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তোমার প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা কোনরূপে কখন তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন নাই। প্রাণ-পণে তিনি তোমার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে লোকে সাধু মহাজনদিগকে তোমার তুল্য করিতে গিয়া ও তোমার অবতার স্বীকার করিয়া জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। মহাপুরুষ মোহম্মদ এই ভয়ানক অসত্য ও কুসংস্কার হইতে আপন সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তকে অপমান করিলে আমরা কোনরূপে সহ্য করিব না, কিন্তু ভক্তকে গৌরব দিতে আমরা জানি না; তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে তুমিই জান। আমরা গৌর-

বাস্থিত করিতে গিয়া হয় তো তাঁহাকে তোমার সিংহাসনে বসাইব। হরি, আমাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিও। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী, অবতার, পৌত্তলিকতা, বা ঈশ্বরত্ববিভাগের নাম গন্ধ নাই। তাহারা তাহা কখন সহ্য করিতে পারে না, অবতারের নামের বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্র ধারণ করে। ভক্ত মোহম্মদ জীবনে ইহা প্রচার করিয়া তোমার প্রতি কেমন আশ্চর্য্য ভক্তি নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। মোহম্মদের প্রচারিত এই বিশুদ্ধ মত আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মত। মা, আমরাও কাহাকে তোমার সিংহাসন স্পর্শ করিতে দিব না। সকল ভক্ত সকল মহাপুরুষ তোমার চরণতলে বসিবেন। তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়। আমরা কোন প্রকার অবতার ও পৌত্তলিকতা আসিতে দিব না। আমরা তোমার গৃহ মুসলমান সিপাই দ্বারা রক্ষা করিব। তুমি অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম, কোন সৃষ্ট জীব তোমার তুল্য হইবে, তোমার এই অপমান কখন আমরা সহ্য করিব না। এ বিষয়ে আমরা মুসলমান। বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতা নাই, উকিল মোক্তার নাই, প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমার নিকটে যাইবে ও তোমার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিবে। জননি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেন কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতা ও পৌত্তলিকতা স্থান না পায়। এ বিষয়ে তুমি বিশ্বাসী মোহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে দৃঢ় কর,

পৌত্তলিকতা ও মধ্যবর্ত্তিতার উচ্ছেদসাধনে আমাদিগকে সুক্ষম কর।

৩ রা আশ্বিন।

জননি, তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা, যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয় সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভালবাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তোমার প্রেরিত নববিধানের আশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা, বিধান কিছুই নহে, ঈশ্বর দর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষসপ্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকার আঘাত করিতেছে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীরকে স্পর্শ করিব না, আক্কেলকে কাটিব। এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে ও তাহাদিগকে সাঙ্ঘাতিক বিষ খাওয়া-

ইতেছে; নারীজাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক সুখ ব্যভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরাসুর উপাসনা ও ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমার পুত্রকন্যা-দিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদিগের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ঘোর সংসারী বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, দেশময় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা, তোমার ভক্ত মোহম্মদ কাফেরদিগকে কখন ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীর পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মোহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইতে দিবে না? কোন্ দুরাত্মা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? অগ্রসর হউক;" এই তাঁহার বাক্য ছিল, তাঁহার সিংহপ্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই। মা, কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে, তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া কাহাকে কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিব; কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তাহারা তোমার

হাত কাটিতে চায়, জিহ্বা কাটিতে চায়, তোমাকে মারিয়া ফেলিতে চায়, কোনরূপে জীবন্ত রাখিতে চায় না, তাহাদের রুচি ও বুদ্ধির অনুরূপ এক মৃত দেবতা গড়িয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিতে চায়। তোমার ভক্তদিগকে মারিতে চায় প্রাণ থাকিতে ইহা আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব? আমরা কাঁদিব। নরদানবের বিরুদ্ধে ক্রন্দনই আমাদের প্রধান অস্ত্র। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম আধ্যাত্মিক, কোনরূপ বাহ্যিক নহে। ইহারাও অনেক সৎকার্য্য করিতেছে; ইহাদের মধ্যে অনেক ভাল লোক আছে; সত্য বটে ইহারা মার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, অনেক ভাই ভগিনীকে গলা টিপিয়া মারিতেছে, অবিশ্বাস নাস্তিকতা দেশময় ছড়াইতেছে, এ সকল আমাদের দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই; এই সকল কথা যাহারা বলে ও তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেয় ও তাহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে ও ধন দিয়া ও অন্যরূপে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দান করে, তাহারা বিধানবিদ্বেষী, তাহারাও তোমার শত্রু হা! আমরা তোমার সন্তান হইয়া কি তোমার শত্রুদি ‍ ক প্রশ্রয় দিব, তোমার অপমান সহ্য করিব? মা, বিশ্বাসী ভাই মোহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে কাফেরবিরোধী কর। দৈত্যেরা মার বিরুদ্ধে দুটা কথা বলিল, যোগ ভক্তি কাটিল, দেশকে ডুবাইল, নানা কৌশলে স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট করিল, ক্ষতি কি, আমরা এইক্ষণ নিদ্রা যাই, আমোদ প্রমোদ করি,

আমাদের যেন এরূপ দুর্ম্মতি না হয়। তোমার অপমানে স্বদেশের দুর্গতিতে যেন রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমরা তোমাকে ভালবাসিব ও তোমার শত্রুকেও ভালবাসিব, ইহা হইয়া উঠিবে না। তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।

৪ঠা আশ্বিন।

হে দীনদয়াল, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, যুগে যুগে ধর্ম্মবিধাতা তুমি, জীবত্রাতা তুমি। তোমার সঙ্গে আসিলাম দেশ ছাড়িয়া। প্রকাণ্ড আরব দেশ। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ, লতাপল্লববিহীন শুষ্ক পর্ব্বতরাজি। উদ্ধত প্রতাপশালী বীর, বিশ্বাসের প্রতিনিধি, বিশ্বাসের অবতারকে এই রাজ্যের রাজা করিয়া তুমি রাখিয়াছ। সেই আরবরাজ, সেই মুসলমানদিগের রাজা, সেই বীর অবতার, সেই একেশ্বরধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কোথায় তিনি? হে বিশ্বস্রষ্টা, আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে মিলাইয়া দাও। বহুদূর হইতে আসিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তোমার সেই সেবককে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ কর। তাঁহার মুখশ্রী দর্শন করি। মুখে ব্রহ্মবিশ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গ ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। সেই মহাপুরুষ কৈ? এই যাত্রিদল তাঁহাকে দেখিবে বলিয়া বসিয়া আছে। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র হস্তে ধরিয়া প্রতিকূল দলের কাফেরদিগের শত্রুতা খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। এক বার তাঁহাকে দেখাও। দেখিতে গম্ভীর। কেবল মারকাটশব্দ। ঈশ্বরের শত্রু থাকিবে না। পর্ব্বত

প্রান্তর এক ব্রহ্মের নামে প্রতিধ্বনি করিতেছে। সমুদ্র বলিতেছে আমাদের আল্লা এক। এই কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মোহম্মদদর্শনে আমরা অভিলাষী, হে মহাপ্রভু, তোমার যোদ্ধা সন্তানকে দেখাও। তিলার্দ্ধ অবিশ্বাসকে তিনি স্থান দেন না। সদাই যুদ্ধসজ্জে সজ্জিত। সৈন্য সামন্ত লইয়া দিবারাত্র ব্যস্ত। প্রকাণ্ড বীর পুরুষ মোহম্মদ। হে বীর, তোমার কি এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সহ্য হয় না? কেহ যদি বলে দুই ঈশ্বর, তোমার প্রাণে বুঝি শেল বিদ্ধ হয়। ঈশ্বর তোমাকে বিশ্বাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন তোমাকে গঠন করেন, তখন তোমার রক্তের ভিতর তিনি ব্রহ্মনাম প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। জননীর গর্ভে যখন ছিলে, তখন তিনি তোমায় একেশ্বরমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। ঠিক্ বটে। যাই পৃথিবীতে বাহির হইলে, ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধকার মধ্যে জলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইলে। ওহে মোহম্মদ, প্রভু তোমাকে যে কর্ম্মের জন্য মনোনীত করিলেন, তুমি তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলে। মনের ভিতর সংগ্রা . হইল না। তুমি পৃথিবীর দলের সহিত মিলিবার লোক নহ। তুমি সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইলে। তুমি পৌত্তলিকদিগের হাতে পড়িবে তাহা হইলে তোমার জন্ম বৃথা। তুমি প্রভু কর্ত্তৃক চিহ্নিত। তাই তুমি পর্ব্বতে গেলে। তোমার ভাই মুষা, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষি মহর্ষি ঈশা,

সকলেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। তেমনি যোগী ভাই তুমি হীরা পর্ব্বতের গহ্বরের মধ্যে বসিতে, যোগ ধর্ম্ম সাধন করিতে, প্রেম ও ভক্তিতে মূর্চ্ছিত হইতে। তোমার প্রভুকে তুমি ভালবাসিতে। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দুই জনে সেই পর্ব্বত গহ্বরে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মহাদেবের সাধন করিতে। হে প্রাণের মোহম্মদ, পৃথিবীর লোক তোমাকে ধূর্ত্ত, ডাকাত, কপট বলিল, কিন্তু তাহারা জানিত না তুমি গোপনে গোপনে কি করিতে? তোমার স্ত্রীই তোমার সাক্ষী। তিনি দেখিলেন, এবং ভীত হইলেন। "আমার মোহম্মদের এরূপ অলৌকিক ব্যাপার হয় কেন?" তিনি ভাল করিয়া বুঝিলেন না। এই নির্জ্জন সাধনের মধ্যে যোগে নিমগ্ন হওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। তুমি পর্ব্বতের অন্ধকার মধ্যে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে, সরল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিতে। অন্ধকার তোমার সাধন দেখিয়াছিলেন, আর কে দেখিবে? ওহে মোহম্মদ, তোমার বড় বড় ভাইরাও এইরূপ নির্জ্জনে সাধন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের নিকট আদেশ লাভ করিতেন। তোমার শরীর মন অপূর্ব্ব মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত ও বিহ্বল হইতে লাগিল। যখন তোমার মনে ভয়ানক ভাবের উদয় হইতে লাগিল তখন তোমার মনে কিছু সন্দেহ হইল। তাই তুমি মানুষের সাধারণ দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে। নিরাশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে যাইলে। তখন তুমি আপনাকে জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলে, আমি প্রেতাধীন না আমি ঈশ্বরাধীন? স্বদেশকে আমি নূতন ধর্ম্মের আলোক দিব, ইহার প্ররোচক সয়তান না পরম পিতা পরমেশ্বর, তুমি ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলে না। সময় সময় তোমার স্ত্রী তোমার কাছে থাকিতেন। যখন জীবনের কার্য্য বুঝিতে না পারিলাম তখন এ জীবন ত্যাগ করাই ভাল, তুমি এই বলিয়া পর্ব্বত হইতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে গেলে আর যেমন পড়িতে গেলে তখন দৈববাণী হইল "মোহম্মদ মরিও না।" তুমি নিবৃত্ত হইলে। ঈশ্বর তোমার প্রাণ বাঁচাইলেন। বিবেক জিব্রিয়েলরূপে তোমার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া বলিল "মোহম্মদ, তুমি ঈশ্বরচিহ্নিত তোমার বিশ্বাস দৃঢ় কর। গহ্বরে মোহপ্রাপ্ত হওয়ার বাস্তবিক কারণ প্রত্যাদেশ। যাও মোহম্মদ, ঈশ্বরের একেশ্বরতত্ত্ব বিস্তারে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ কর। বিশ্বাসের অস্ত্র ধরিয়া ধর্ম্ম প্রচার কর।" হে মোহম্মদ, তুমি কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতে, আর কোন [illegible] বলিতে না। যাহারা খুব ভাল সাধু ভক্ত তাহাদেরও ঈশ্বরের সহিত তুল্যতা সহ্য করিতে পারিতে না। ওহে বিশ্বাসী বীর, তোমার প্রাণটা কি রকম? কত লোকের মধ্যবর্ত্তী থাকে, কিন্তু তুমি তাহাও মান না। অবতার স্বীকার করিলে না। গলাটিপে পৌত্তলিকতাকে মেরে ফেলিতে লাগিলে। জীবপূজা, মানুষপূজা, অবতারপূজা, ব্রহ্মের সম্মুখে আনিয়া ঈশ্বরকে বলিলে "এই লও মোহম্মদের ঈশ্বর, আমি তোমার

সম্মুখে এই অপবিত্র পৃথিবীর পূজাকে কাটিলাম গ্রহণ কর।” তুমি পৃথিবীকে বলিলে, আমি মোহম্মদের ঈশ্বর। আমি কাহাকেও আমার কাছে বসিতে দিই না। আমি ব্রহ্ম পরাৎপর সনাতন, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী। মোহম্মদ পৃথিবীকে বলিলেন “ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।” স্বর্গ হইতে তুমি বলিলে “ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।” তোমার সিংহধ্বনি পৃথিবী প্রতিধ্বনি করিল, স্বর্গ ও পৃথিবী এক হইল। পৌত্তলিকপূজার রীতি অনুষ্ঠান সব তিরোহিত হইতে লাগিল। মোহম্মদ যদি না আসিতেন তাহা হইলে কি হইত? তাঁহার রাজ্যের সীমা কোথায় শেষ বুঝিতে পারা যায় না। পৃথিবীর কত স্থান মুসলমানদিগের দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহারা একটি পুতুল ছোঁবে না। পৌত্তলিকতা বিষ। হে করুণাসিন্ধু, কি দয়া প্রকাশ করিলে। আরব দেশ কেন,—সমস্ত পৃথিবী টল্‌মল্ করিতেছে। যেখানে আজও হুঙ্কার করিয়া মোহম্মদ যাইতেছেন, সেখানে পৌত্তলিকতা কাঁপিতেছে। এরা একেশ্বর নামে পাগল হইয়াছে। সময় সময় কত অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে। ঐ যে হিমালয়ের উপর ঋষিটি বসিয়া আছেন উনি হিন্দু। পাতা লতা দিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, কেবল মুখে “ব্রহ্ম ব্রহ্ম” বলিতেছেন, আর সাধন করিতেছেন। কিন্তু একেশ্বরবাদী মোহম্মদের পা দুটো যেন বীরের, চুলের ভিতর দিয়া আগুন বেরোচ্ছে।

যেন জঙ্গলে আগুন লাগিয়াছে। ঘূর্ণিত চক্ষু, যেন পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। শান্ত হিন্দু, আর দিগ্বিজয়ী মোহম্মদ। যুদ্ধই ইহাঁর মন্ত্র। পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতাকে দূর করিয়া এক ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিবেন। হে জননি, এই তোমার সন্তান বটে। অসুর-নাশিনীর ছেলে বটে। কাফের, লড়াই কর, না হয় হোটে যাও, ঈশ্বর আস্‌ছেন, পৃথিবী হইতে দূর হও। আমার ঈশ্বরের রাজ্য, ইহাতে অবিশ্বাসী কেহ থাকিতে পারিবে না। হে ঈশ্বর, এ লোকটার আর কিছু ভাল লাগ্‌তো না। যেখানে যায় তেজ সঙ্গে। মা ইনি ভক্তির সন্তান নহেন। ইনি সন্তোষদায়িনীর পুত্র নহেন। ইনি অসুরনাশিনীর পুত্র। সেই ভাব ছেলে বেলা থেকে। তোমার নামে কেউ কিছু বলুক দেখি। অমনি মোহম্মদ আগুনে জল্‌ছেন। ঠিক যেন মত্ত হস্তী। এক এক ফেল্‌ছেন আর পৃথিবী টল্‌মল্ করছে। কোন দেশে ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ লিকতা থাকিতে দেবেন না। একটুমাত্রও উহার গন্ধ থাকিবে না। হরি হে, তোমাকে মোহম্মদ ভালবাসেন, প্রেমিকের, ভক্তের ভালবাসা নহে। এ যোদ্ধার ভালবাসা। মোহম্মদ রাগী নহেন। তোমার জন্য রাগ্‌তো? কাফের মানে মোহম্মদের শত্রু নহে, তোমার শত্রু। যে তোমার নাম না গ্রহণ করে, সে নরকের জন্তুবিশেষ, ঘৃণার যোগ্য। মুষা, সক্রেটিস, বৈরাগী শাক্য, মহর্ষি ঈশা ইহাঁরা অন্য রকম। ইনি বলেন

পৃথিবী পৌত্তলিকতা ছাড়, পুতুলের গন্ধ সহ্য করিতে পারি না। ভাল মোহম্মদ! তুমি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত। কাপুরুষ ভক্ত ঢের দেখেছি, তাহাদের বাপকে গালাগালি দিলেও কিছু বলে না। লোকটার তেজ দেখ, এখনও আরব দেশ মোহম্মদের তেজে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ঠাকুর, ভক্ত তোমাকে খুব ভালবাসে, তোমার নিন্দা সহ্য করিতে পারে না। বল বল মোহম্মদ ঐ কথা বল, "ব্রহ্মনিন্দা অসহ্য।" আমরাও ব্রহ্মবাদী, আমাদের পুরুষত্ব নাই। ব্রহ্মের কত নিন্দা শুনিতেছি, তেজ নাই। ভাই মোহম্মদ, তুমি যদি থাক্‌তে, পৌত্তলিকতাকে দূর করিয়া বেড়াইতে। ব্রহ্মনিন্দা? মোহম্মদ বেঁচে থাক্‌তে ব্রহ্মনিন্দা? কোন্ পাষণ্ডের সাধ্য ব্রহ্মনিন্দা করে। জননীর নিন্দা সহ্য করে সে কি প্রেম? হতভাগ্য ধূর্ত্তের প্রেম। এই কি ভালবাসা, ব্রহ্মনিন্দা আমি শুন্‌বো আমি কি রকম? আয় ভাই মোহম্মদ আয়; শাস্তি খাঁড়া নিয়ে আয়। মা, আমরা সকলে উদার, প্রেমিক, ক্ষমাশীল হইয়াছি; সর্ব্বদাই তোমার নিন্দা সহ্য করিতেছি। প্রেমিকেরা সকলকে ভালবাসে, কিন্তু মোহম্মদ ব্রহ্মশত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন। আমরা তাহাদের শরীর ছোঁব না, তাহাদের মঙ্গল জন্য তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব। উনি পাঁচ বার উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। উনি বলেন, কেবল উপাসনা কর, পুতুল ভেঙ্গে দিয়ে কেবল আল্লা আল্লা বল। গাড়ীর উপর কোচ্‌মান, নৌকায় দাঁড়ি, রাস্তার পার্শ্বে

মুটে, সাহেবের পেয়দা, সকলেই সময় হলে আল্লা নামের উপাসনা করে। ধন্য মোহম্মদ ধন্য। তাহারা সকল কার্য্য ফেলে পাঁচ বার করিয়া উপাসনা করিবে। সংসার জয় করে পাঁচ বার আমরা উপাসনা করতে পারি না, আর ঐ সকল লোক মোহম্মদের আজ্ঞায় প্রত্যহ কেমন নিয়মের সহিত তোমার নাম উচ্চারণ করিতেছে। গায় মলা হয়েছে? পাঁচ বার করে গা ধৌত কর। ঐ পাঁচ বার উপাসনা করিতে করিতে মনটা ফকীর হয়ে যায়, মন বলে দূর হউক আর সংসারে ফিরিব না—একেবারে মসজিদে পড়ে থাকি। মানুষকে ফকীর করার ফিকির মোহম্মদের পাঁচ বার নমাজ। ঘন ঘন ব্রহ্ম স্তব। হে দয়াল ঠাকুর, মোহম্মদের কাছে আজ কি নেব? (১) এক ঈশ্বর। এই বাক্য ঐ মুষা, ঐ সাধু ঋষিরা বলেছেন, "এক ঈশ্বর।" সমস্ত মিলে গেল। এ কথা পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। কোথায় সিনাই, কোথায় হিমালয়, কোথায় হীরা। তার পর মোহম্মদ বলিলেন আমরা সাধুকে মানিতে মানিতে পৌত্তলিক হতে পার। আমরা কোন সাধুকে অযথা শ্রদ্ধা দিব না। এই সাধুদর্শনার্থী যাত্রিদল বন্ধু বান্ধব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জীবনব্রত গ্রহণ করুন। প্রভুর কাছে আর কেহ নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার কাছে কেহ নাই। আমরা অবতারবাদের বিরোধী, মূর্ত্তিপুজার বিরোধী। (৩) ঈশ্বরবিরোধীর আমরা বিরোধী। আমরা নিজের সম্পর্কে পঞ্চাশ বার

ক্ষমা করিব, কিন্তু ঈশ্বরের শত্রুকে ক্ষমা করিব না। গুরু-নিন্দা সহিব না। যাহারা বিধানকে আক্রমণ করে তাহা-দের দর্প চূর্ণ করিব। কাফেরের ভাব সহ্য করিব না। আর আমরা কি শিখিব? ঘন ঘন তোমার কাছে আসা। এস ভাই পাঁচটি বার ষোল আনা উপাসনা না করিলে চলিবে না। ঘুমাতে পারবে না। মোহম্মদ, তুমি বেশ নিয়ম করেছ। জননী, আমাদের মধ্য হইতে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা তাড়াইয়া দাও। সাধু ভক্তদিগকে আদর করিব। তোমার কাছে ঘন ঘন আসিব। আমাদের নমাজের ভিতর ফকীরি পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া আমাদের মনের সমস্ত ময়লা যাহাতে পরিষ্কার হইয়া যায় এমন তুমি আশী-র্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চৈতন্য-সমাগম।

---

১১ ই আশ্বিন।

হে প্রেমময়ি জননি, অনির্ব্বচনীয়রূপধারিণী, যদি অনুগ্রহ করিয়া বল সকলই প্রস্তুত, আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। অন্তঃপুরবাসিনী লজ্জারূপিণী চৈতন্যজননী,

প্রভু শ্রীচৈতন্যের পুনরুত্থান এবং ৪০০ শত বৎসরের বিধা-নের লোকটির সঙ্গে সম্মিলন, এই ভাগবত কথা আশ্চর্য্য। আজ নরনারী মাতিল, মহোল্লাস উপস্থিত হইল, প্রেম-কুসুম চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইল, প্রেমের পুনরুদ্দীপন হইল। শ্রীচৈতন্য আবার এই সময়ে পুনরুত্থান করিলেন। হে স্নেহময়ি, কোথায় একটি সামান্য গ্রাম, তাহার ভিতরে শচীমাতার ক্রোড়ে আকাশের চন্দ্র খসিয়া পড়িল, এত বড় বড় স্থান থাকিতে কোথায় এমন বস্তু নামিল। মেরীর ক্রোড়ে সুনির্ম্মল ঈশাচন্দ্র এক দিন এমনি হেসেছিল। মা জননী, কত চাঁদ আকাশে ছিল। তাঁহারা তোমার ক্রোড়ে ছিলেন, কি মানুষের ক্রোড়ে ছিলেন? পৃথিবী অন্ধকার, নবদ্বীপ অমাবস্যাচ্ছন্ন, নবদ্বীপে পূর্ণ চন্দ্রোদয়। শিশু হাসিতেছিল যখন শচীমাতার গর্ভে ছিল। তুমি বিরলে বসিয়া যত সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাণের ভিতরে ঢালিলে। আকা শের চাঁদকে লজ্জা দিবে বলিয়া এমন সুন্দর চন্দ্রকে গঠন করিলে। আবার তার উপর প্রেমের রং দিলে। পৃথি-বীতে তদপেক্ষা আর একজন প্রেমিক জন্ম গ্রহণ করিবে তাহা আমাদের অভিপ্রায় নহে। এবারকার বিধান সেরূপ নহে। এবার শত প্রেমিককে একত্র করিতে হইবে। ঘনীভূত প্রেমোন্মত্ততা শ্রীগৌরাঙ্গের। তাঁহার ঘোরাল প্রেমের রং। যখন, মা, বিরলে বসিয়া ভক্তির অবতার শিশুকে গড়িলে, তখন প্রেমতনয়েতে কি প্রকার রং মিশা-

ইয়া নূতন রং ফলাইলে কে জানে? কাল বাঙ্গালীর মধ্যে গৌরাঙ্গ নামধারী আসিলেন। বুদ্ধিমান্‌দিগের ভবিষ্যদ্বাণী বিপরীত হইল। শক্তি উপাসক বিলাসপরায়ণ লোকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী ভক্ত জন্মিল। পৃথিবী প্রণাম করিয়া বলিল এবার আমার দুঃখভার মোচন করিবার জন্য তুমি আসিয়াছ। পৃথিবী তাঁহাকে কোলে করিল। শ্রীহরি, তব তনয় বাড়িলেন। সব কটা ফুল একত্র ফুটিল। আমাদের নিমাই যেমন লেখা পড়ায় পণ্ডিত, তেমনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার, তেমনি ভক্তিতে অনুরঞ্জিত। পল্লীতে সুখ বৃদ্ধি হইল। শচীর কোলে নয়, বঙ্গবাসীর কোলে সমস্ত ভারতের কোলে গৌরাঙ্গ শোভা পাইলেন। নবীন শিশু বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যত বাড়িল, সকলে বুঝিল সামান্য লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই। মা, তোমার মুখের কথা অবতাররূপে জন্মে এ কথা নিশ্চয় তখন পূর্ণ হইল। হা বিধাতঃ, তোমার কি খেলা! আনন্দের জীবন শচীমাতার জীবন। সংসারে সকল প্রকারেই ইনি সুখী। নিমাইয়ের নববিবাহিতা স্ত্রী, সকল দিকে লক্ষ্মী শ্রী, তার মধ্যে একখানা কাল মেঘ সেই পরীবারে দেখা দিল। হঠাৎ কেন বৃষ্টি বজ্রধ্বনি বিদ্যুৎ। হায় হায় বলিয়া চৈতন্য কাঁদে। শ্রীচৈতন্য তুমি ঘরে থাক। ওহে যুবা গৌরাঙ্গ, তোমায় সকলেই ভালবাসে। নারী তোমাকে দেখিবার জন্য সোণার গহনা ফেলিয়া দেয়। সুবর্ণের স্বর্ণ তুমি, জড় সোণা

আর তুমি মানুষ সোণা, তোমাকে ছাড়িয়া লোকে সোণা লইবে কেন? তুমি যদি ভাই কাঁদ, তবে আরামের স্থান নাই। সুখের ঘরে যদি কান্না, তবে আর কে সুখী হইবে? এক প্রকাণ্ড বোঝার ভারে আমার প্রাণের চৈতন্য কাঁদিতছেন। *তুমি দোষ কর নাই প্রভু,* তবে তুমি কাঁদিলে কেন? নির্ম্মল তোমার হৃদয়, তবে কেন কাঁদিলে? তুমিতো পাপ কর নাই। পাপের জন্য তো তোমার ক্রন্দন নহে। নির্দ্দোষ তোমার মন, তবে ক্রন্দন কেন? ওহে শ্রীমদ্ভাগবত আজ তোমার একথার মীমাংসা করিতে হইবে, চৈতন্য কাঁদে কেন? ওহে নবদ্বীপবাসী নবদ্বীপবাসিনীগণ, তোমাদিগের কাহার বিরুদ্ধে কথনও কি চৈতন্য কোন দোষ করিয়াছেন? তাঁহার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ আছে? নির্ম্মল শরীরে দাগ দিবে কাহার সাধ্য! স্বুবর্ণ কেন বিবর্ণ হইল? তোমার চাঁচর কেশ কোথায় চলিয়া গেল? শ্রীচৈতন্য আজ তুমি মাকে স্ত্রীকে ছাড়িয়া পথে চলিয়া যাইতেছ কেন? আজ তোমায় কৌপীনধারী দেখি কেন? কোন্ নিষ্ঠুর শত্রু তোমায় শোভাহীন করিল। কোন শত্রু কি হিংসায় কাতর হইয়া এরূপ করিল? পৃথিবীতে আকাশের চাঁদ আসিয়াছে বলিয়া কি তাহার ঈর্ষা হইয়াছে? তুমি নবদ্বীপে বসিয়াছিলে, কোন শত্রু কি তোমার বুকের ভিতর ছুরি মারিল? কি রকম বিচার হইল। চৈতন্য পাগল হইল। শেষে কি সুখের সংসার ছাড়িয়া

চলিলে? পাগলের মত তাকাইতেছ কেন? তোমার সুখের মুখ দেখিলে নবদ্বীপ হাসে, তোমায় কাঁদিতে দেখিলে নবদ্বীপ কাঁদে। তোমার কি চাই ভাই, কেহ কি তোমায় তাহা দিতে পারে না? যার বিরহে সকলের প্রাণ কাঁদে, তার প্রাণ কখন ঈশ্বরবিহীন হয় নাই। কি বলিতেছ,—"অভাব আমাকে কাঁদায় নাই। পাপের জন্য আমি কাঁদিতেছি না। আমি কাঁদিতেছি পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া। হরিনাম বিলাইব, তাহাতে কালরাত্রি ঘোর হইল। আমার সেই বাপের সেই মার পৃথিবী, তাঁর নাম এই পাষণ্ডগুলো নেয় না। আমার মুখে অন্ন যায় না যে। আমিও বলি খাওয়া ভাল, কিন্তু খেতে যে পারি না। আমার বাপের জন্য আমি প্রাণ দিয়াছি। মা কাঁদেন আমি জানি। আমি চলিয়া গেলে ঘর শ্মশান হইবে, স্ত্রীর বৈধব্য হইবে, কিন্তু সকল কষ্ট হইতে হরিনাম পৃথিবী লইবে না এ কষ্ট অধিক। মা ও স্ত্রীকে ছাড়িতে কি আর দুঃখ হয় না? নাম আমার চৈতন্য, কিন্তু হারাইয়াছি শ্রীচৈতন্য। আমি যদি সংসারে পড়িয়া থাকি, আমি যদি ভাল খাই ভাল পরি, তবে পৃথিবী হরিনাম নেবে না। মাথার চুল, তোমরা যাও, আমার হরিনামের সুধা উথলিয়া উঠিবে। আমি দুঃখীর মত চলিলাম, আমি পাইয়াছি বলিয়া ছাড়িলাম। আমাকে হরি এসে প্রতি-দিন অনুরোধ করেন বেরো না, হরি এসে আমাকে তাড়াইলেন, কিন্তু হরি দুঃখ দিলেন না, আমি যে নাচিবার জন্য

যাইতেছি। এই এক রোগ আসিয়াছে বটে কিন্তু এ রোগ অনেকের হইবে।" ঐ এক জনকে দেখিয়া তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যত শিষ্য ছুটিল যে। ও লোক কোন মন্ত্র দিল না, অথচ সব লোক দিন দিন সংসার ছাড়িয়া বেরিয়া যায় কেন? শ্রীচৈতন্য রাস্তা আলো করিয়া চলিলেন। সেই দুঃখীর মত চেহারা, নবীন সন্ন্যাসী, যোগী সন্ন্যাসী। আর কেহ যে সন্ন্যাসের কান্না সামলাইতে পারিল না। ওহে হরি, তোমার প্রেমে লোকটা পাগল হইয়া চলিয়া গেল। এস সকলে মিলিয়া ঘরে বসিয়া কীর্ত্তন করি। তুমিত রাজা হইতে চাও না, সকলে মিলিয়া নবদ্বীপে হরিনাম করি। মা, উহার প্রাণ কাঁদিতেছে ও যে জীব তরাইতে সিংহের মত দৌড়িতেছে। দয়াময়ী যাহার মাথা কাড়িয়া লন তাহার এই রকমই হয়। অত বড় তুমি, তুমি কাঁদিতেছ সুখবিধান জন্য। তোমার ঐ চক্ষের জল হইতে বৈরাগ্যের জন্ম। কোথায় সমুদ্র কোথায় বৃন্দাবন। পাগল ছুটিতেছে। ওগো তোমরা ধর, ও বাপ নরহরি, হরি প্রেমে গড়া তনু, তোমরা ধর। ও যে সোণার গায়ে কাদা লাগিছে। মা, দেখ দেখি, গৌর কেমন নাচে। গৌর আমার নাচতেও জানে রে। চরণ দুখানি নৃত্য করে। কি সৌন্দর্য্য; কি লাবণ্য। এমন সৌন্দর্য্য যখন পৃথিবীতে নৃত্য করে তখন পূর্ণ কান্তি প্রকাশ করে, পৃথিবীর মন হরণ করে। আর কোন কালে কি ঐ লোকটির

উপরে অভক্তি হইতে পারে; অমন রূপ যেন পাই। ঐ রূপ মা বাপ ভাই যেন পান। নির্ম্মল শান্তি উঁহার প্রাণে। তোমার রূপ সমুদায় আত্মীয়ের সুখের কারণ। ঐ রূপ জলে স্থলে মানুষের মনে লাগিয়া রহিয়াছে। গৌরাঙ্গের নৃত্য সকলকে পাগল করে, উনি এত নাচেনই বা কেন? ঐ যে আবার ঘুমুর পায়ে দিয়া দৌড়িয়া নাচিতেছেন। ও গো সমুদয় সৃষ্টি দেখ; মাতা হাতী খেপেছে। এক বার হরি বলিয়া কাঁদে, এক বার হরি বলিয়া হাসে। ওহে চৈতন্য নাচিও না, আবার সাম্‌নে আসিয়া নাচ কেন? আহা ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছেন। আজ সমস্ত স্থান নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। ৪০০ বৎসরের ব্যবধান ফুরাইয়া গেল। আমরা ইংরেজী শিখিয়াছি, আমাদের কাছে কেন তুমি? কিন্তু ইচ্ছা হয় কাছে আসিয়া নেচে যাও। তুমি বাঁচিয়া আসিলে কি করিব জানি না। তুমি চৈতন্য কেবল প্রেম খাও, ভক্তি খাও, পৃথিবীর জিনিষ তুমি স্পর্শ কর না। তুমি গলিতকুষ্ঠকে কোল দিয়াছিলে, এমন আর কেহ করে নাই। সোণার অঙ্গে কোল দিয়া আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যদি নাচ, আমাদের জ্ঞান থাকিবে না। কি ভালবাসা তোমার ভাইদের প্রতি! ঐ যে লোকগুলি নিয়ে আছ, ঝগড়া নাই। একেবারে পুলকে তোমায় পূর্ণ করে, একেবারে পাগলের মত সকলে দৌড়িতেছে। ঐ যে দলবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া চলিলে।

কিরূপ উন্মত্ততা দেখ দেখ। আহা স্বর্গ থেকে অমৃত আনিবে। ওটা যে মুসলমান, ওটাকে ছেড়ে দেও, ও না ম্লেচ্ছ? হরিদাসকে ছুঁইতে দেও কেন? তুমি হিন্দু ও মুসলমান, চাঁড়াল ও মুচী যাহার তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিতেছ। আবার ভাত খাইতেছ কার পাতে? কি অনাচার! ও যে প্রেমে উন্মাদ। চৈতন্য বল দেখি, যখন তুমি স্বর্গ থেকে আসিলে তোমার মা কাণে কি বলিয়া দিলেন, হরিনাম দিয়ে মুসলমান্‌কে ভবসাগর পার করিবে? আহা এখন পর্য্যন্ত তুমি তোমার মার কথা শুনিয়া বসিয়া আছ। মা তোমায় ইতর বলেন নাই, যদিও তুমি দুঃখী ছোট লোকদের বন্ধু, দুঃখী চাঁড়ালকে কোল দিলে। ধনীরা সন্দেশ পেল, দুঃখীরা পেল না। তুমি বলিতেছ, আয় রে কত নিবি আয়, আমার কাছে ঢের আছে রে। ওহে নরসিংহ, একেবারে দেশটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছ। খোল করতাল তুরী ভেরী বাজিতেছে। তুমি ধর্ম্ম দিলে, সুখ দিলে। তুমি তো বলিলে না, ওরে তোরা বৈরাগ্য সাধন কর। নিজে কৌপীন নিলে, আমাকে হাসালে। যাকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে তাহার হাসি হাসি মুখ, নাচা নাচা পা, আর হৃদয়ে যোগীর প্রেমানন্দ। ও ঠাকুর পুত্র, বল দেখি, বৈরাগ্য সন্ন্যাস আগে ছিল, তুমি তবে কি দিলে? এক খানি পচা কৌপীন, পুরাতন দণ্ডটা? না তুমি উহা দিতে আইস

নাই। তুমি বৈরাগ্যকে মিষ্ট করিতে আসিয়াছিলে। তুমি আনন্দময়ীকে মনের মত দেখিতে পাইলে না বলিয়া কখন কাঁদিয়াছ, কখন দেখিয়া হাসিয়াছ, তোমার ক্রন্দন শুষ্ক বৈরাগ্য ক্রন্দন নহে। মা, তোমার বৈরাগী ছেলে হেসে হেসে নবদ্বীপে যান। তিনি বাড়ী ছেড়ে এলেন হেসে, তাহা না হইলে চৈতন্যচাঁদ বলিবে কেন? আগে ছিল বৈরাগ্য অন্ধকার, এবার হইল চৈতন্য চন্দ্রের বৈরাগ্যবিলাস। ভাই, তোমার গুণে আমরাও হাসিতেছি। ওহে হরি সন্তান, এই দেখ শ্রীখোল তোমার, চিরকাল তুমি আমাদিগকে মাতাও। তুমি বাহিরে নাচিয়াছ, নবদ্বীপে আমাদের বুকের ভিতরে আসিয়া নাচ। তোমার মাকেও নিয়ে এস। তোমার মাকে আমি ভালবাসি, তোমার মা খুব সুন্দরী। চৈতন্যের মা গৌরাঙ্গের মা বলিলে সুন্দরী বুঝায়, আমাদের মা বলিলে কাল কিষ্টি। মা, তুমি চৈতন্যকে কোলে করিয়া বসিয়া দুগ্ধ পান করাও। ও চৈতন্যের শিষ্যগণ, তোমরা এস, ও ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস, তুমি এস। প্রাণের চৈতন্য তোমার মাথায় সোণার মুকুট দি। ঐ যে স্বর্গে বসিয়া আছ, আজ মহোৎসবের দিন সকলে এস। কলিকাতার লোক ডাকিতেছে এস। আমাদের চৈতন্যের পুনরুত্থান হইবে কয় খানি খোল নিলে? কতটা ভেঁপু? আজ হরিসংকীর্ত্তন হইবে। সকলে বলাবলি করিতেছে, মা শ্রীচৈতন্যকে লইয়া আসিতেছেন।

আবার নবদ্বীপ হলো না কি? এ নিরাকার নবদ্বীপ। দাঁড়াও ভেঁপুওয়ালা ছুরীওয়ালা! স্ত্রীলোক গুল কৈ? তারা আস্‌বে না? বারণ! ওকি শ্রীচৈতন্য ওঁদের আস্‌তে দিবে না? একটু তফাৎ, পবিত্রতার নিয়ম। এতেও নিয়ম বেঁধে গিয়াছ। পবিত্র প্রেম, সতীর প্রেম, পুণ্য প্রেমের মিলন। চৈতন্য, তুমিত সমাজসংস্কারক নও। শ্রীচৈতন্যে "নর নারী এক," রাধা কৃষ্ণ এক। নরপ্রেম নারীপ্রেম তোমাতে এক। নারীপ্রেম শ্রীচৈতন্য পাইয়াছেন। সতীর প্রেম পতির প্রতি, পুরুষের প্রেম হইলে হইবে না। গূঢ় রহস্য শুনিলে, যথার্থ প্রেমিক হইতে হইবে। পতিব্রতা নারীর মত হরিসেবা করিবে। পুরুষেরা নারী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে, প্রেমে অপবিত্রতা আসিবে না। এখানে প্রেম পুণ্যের মিলন। আহা কি সুমিষ্ট তত্ত্ব চৈতন্য দিলেন। এস পুরুষ হয়ে এস, প্রকৃতি হয়ে। হে শ্রীচৈতন্য, তুমি নরনারী পুণ্যপ্রেম। এস বুকের ভিতরে নাচিবে এস। আমরা তোমার নামটি আবার প্রকাশ করিয়াছি, আমাদিগকে ভাল খেতে দিও। মা যখন তোমায় ডাকিতে বলিলেন, তখন আবার এ দেশে তোমার ভাঙ্গা মন্দির জাগিয়া উঠিবে। এস চৈতন্য মাকে নিয়ে এস। যেমন করিলে নবদ্বীপে তেমনি কর এ দেশে। মার হাত ধরিয়া তুমি নাচ। নাচ্‌তে নাচ্‌তে বড় বড় জগাই মাধাইকে তরাও। তোমার সঙ্গে ভক্তেরা নাচিবে,

শেষে সমস্ত পৃথিবী নাচিবে। মা, এক বার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নাচিতে দেও। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

১২ই আশ্বিন।

হরি, তোমাকে ও সংসারকে দুই ভালবাসা যায় না। যে মানুষকে ভালবাসে, সে তোমাকে ভালবাসিতে পারে না। এক হৃদয়ে দুই ভালবাসার স্থান হয় না। চৈতন্য তো পৃথিবীকে ভালবাসিতেন না, একমাত্র তোমাকে ভালবাসিতেন। তোমা বৈ তিনি কিছুই জানিতেন না, তোমার প্রেমে তিনি মত্ত হইয়া সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি জগৎকে প্রেম করিতেন, নর নারীকে ভালবাসিতেন, তাহা তোমার ভাবে, সাংসারিক ভাবে নয়। তুমি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিরাজমান, তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি তোমার এই যুগলমূর্ত্তি নর নারীতে দর্শন করিয়া ভাবে গদগদ হইতেন। সর্ব্বজীবে শ্রীহরি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তোমা বৈ তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না, তোমা বৈ তাঁহার মনে অন্য ভাব ছিল না। তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া তোমার কথা বলিতেন, তোমার গুণকীর্ত্তন করিতেন, সকল লোককে তোমার প্রেমে আকর্ষণ করিতেন। তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তোমাকে প্রেম করিতে জগৎকে ডাকিয়াছেন। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য নিজে তোমার প্রেমে মাতিয়া জগৎকে মাতাইয়াছেন। তাঁহার এক প্রেম ছিল, দুই প্রেম

ছিল না। তিনি এক বৈ দুই বুঝিতেন না। হরি, তুমি আমাদিগকে সেরূপ তোমার প্রেমে পাগল কর, এক তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। আমাদের আর অন্যপ্রকার ভালবাসা থাকিবে না, তোমার ভালবাসার অনুরোধে জগৎকে ভালবাসিব। আমাদের একখানা ভালবাসা হইবে। তোমা ছাড়া যে ভালবাসা তাহা মোহ, তাহা পাপ মনে করিব, তুমি এইরূপ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

১৩ই আশ্বিন।

জননি, তোমার ভক্ত চৈতন্য কি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা বলি না। তিনি বাহিরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে নয়। তিনি নিজে স্ত্রী ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিতে তাঁহার জীবন গঠিত ছিল। তাঁহাতে স্ত্রীপুরুষের, রাধা কৃষ্ণের সম্মিলন ছিল। তিনি নিজে নিজেরে বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভক্তেরা রাধাকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, পরে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে উভয়কে একীভূত দেখিয়াছেন। চৈতন্যে পুরুষভাব নারীভাব [illegible] পুণ্য ও ভক্তি দুই ছিল। চৈতন্য কি? না রাধাকৃ[illegible] সম্মিলন। তাঁহাতে হরগৌরীর বিবাহ, পুরুষভাবের সহিত নারীভাবের বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল। কে বলিবে তিনি সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বরং বিশেষরূপে তিনি স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাহিরে সংসার ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে বিস্তীর্ণ সংসার গ্রহণ

করিয়াছিলেন। পুণ্যের তেজের সঙ্গে ভক্তির কোমলতা ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার জীবনে কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল। কাহার চরিত্রে এমন প্রখর তেজ ও মনোহর কোমল ভাব তো কখন আর দেখা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের শরীর যেমন গৌর ও সুকোমল মনোহর ছিল, তাঁহার আত্মাও পুণ্যেতে শুভ্র ও ভক্তিযোগে সুকোমল ছিল। আমাদের সোণার গৌরাঙ্গকে দেখিয়া সকলের মন প্রাণ মোহিত হইয়া কত লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছে। হরি, গৌরাঙ্গের চরিত্রকে আদর করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেও। আমরা পুণ্য ভক্তি দুই চাই, আমাদের জীবনকে পুণ্য ও ভক্তির জীবন কর, আমরা পুণ্যের তেজে মহাতেজস্বী হইব, আবার তোমার প্রতি প্রেমভক্তিতে বিগলিত থাকিব। আমরা পুণ্য ছাড়া ভক্তি, ভক্তি ছাড়া পুণ্য চাহি না। হরি, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় আমাদের জীবনে ভক্তি পুণ্যের সম্মিলন যেন জীবন থাকিতে দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

১৪ই আশ্বিন।

জননি, তোমার ভক্ত শ্রীচৈতন্য ভক্তদলের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দল হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন না। তালশাঁস সকল যেমন স্বতন্ত্র স্বত্ত্বেও তাদের খোসার ভিতরে পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং সেই সংযুক্ত অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া পরিপক্ক হয় এবং তদবস্থায় রসেতে

একীভূত হইয়া যায় চৈতন্যের দলও সেই প্রকার ছিল। বিধানের মধ্যে তাঁহারা বৃদ্ধি পাইয়া পরস্পর একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বত্বেও ভাবেতে ও প্রেমেতে এক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দলের প্রধান পুরুষ হইলেও তিনি আপনাকে দলের বহির্ভূত কিছুই মনে করিতেন না। পূর্ব্বে এ দেশে এরূপ দলের সৃষ্টি আর কখন হয় নাই। তাল ফলের ন্যায় চৈতন্যের দল বিধান-কল্পতরুর ফলস্বরূপ ছিল। সকলের এক হৃদয় এক ভাব ও এক কথা ছিল। মধুর ভাবরসে সকলে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তালসাঁসের ন্যায় একীভূত হইয়া দেশময় হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। সকল লোক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দলকে সম্মান করিত, প্রণাম করিতে হইলে দলকে প্রণাম করিত। শ্রীচৈতন্য নিজের বলিয়া কিছুই স্বীকার করিতেন না, সমুদায় দলের বলিয়া তিনি গণ্য করিতেন। সেই জলন্ত বিধানের দল প্রেমভক্তির স্রোতে ভারতবর্ষকে ভাসাইয়াছিল। দলে-তেই মুক্তি, দলেতেই স্বর্গ। হরি, তুমি আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যের দলের ন্যায় বদ্ধ কর, আমরা একহৃদয় এক-প্রাণ হইয়া প্রমত্ত ভাবে তোমার নাম দেশময় প্রচার করি। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা স্বত্বেও ভাবে প্রেমে সকলে এক হইয়া যাই। নববিধানের আশ্রয়ে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মে স্বতন্ত্র-

ভাবে উন্নত হইবে, কিন্তু সকলই বিধান পূর্ণ করিবার জন্য হইবে। সমস্ত দলের জন্য নিজের জন্য কিছুই নয়; সমস্ত দলেতে বদ্ধ হইবে; দীনবন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।*

---

* বিজ্ঞানবিৎসমাগমসম্বন্ধের প্রার্থনাদি দুর্ভাগ্যক্রমে সংরক্ষিত হয় নাই।